দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯
২০১৯-২০২০

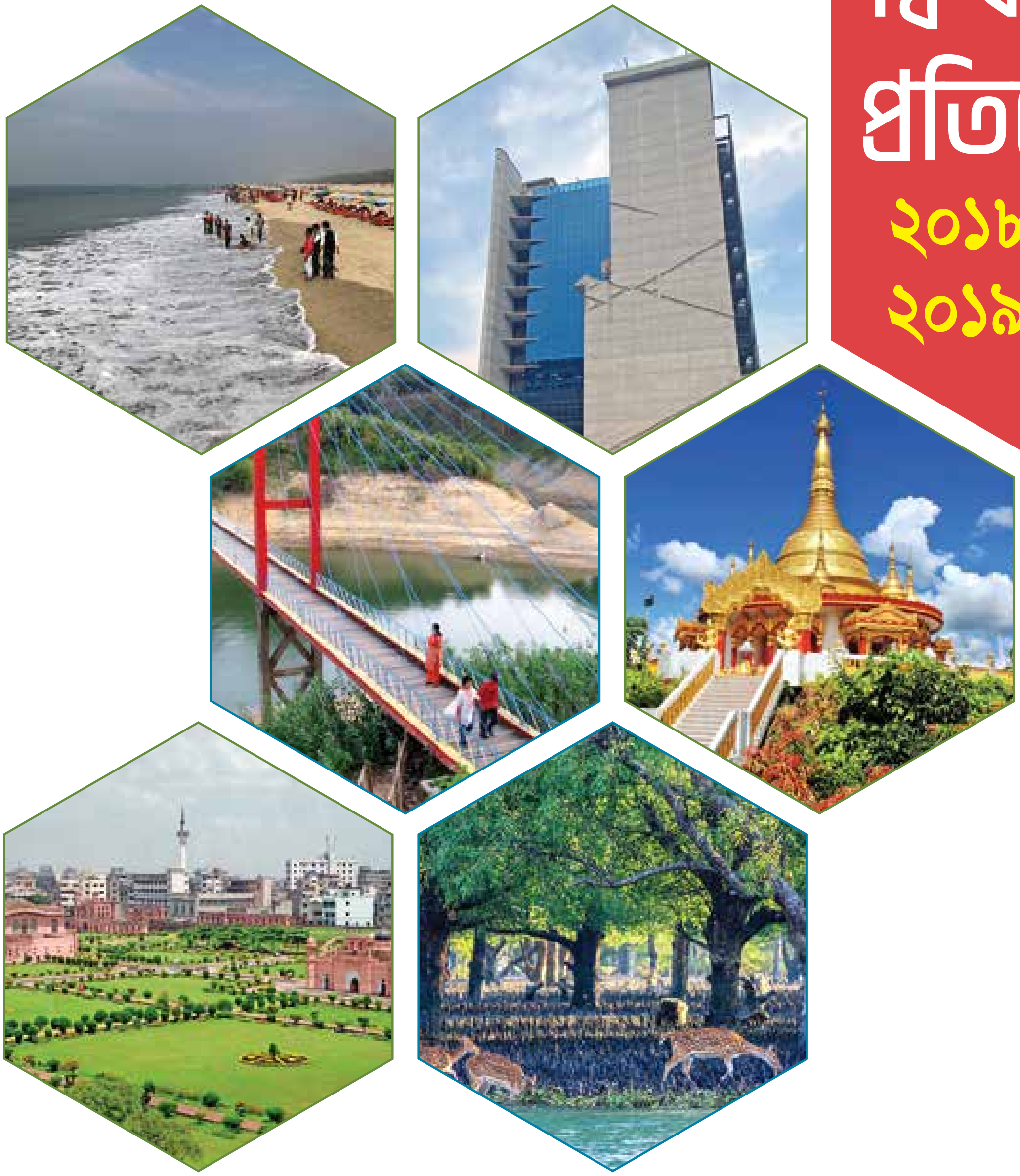

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

পর্যটন ভবন

প্লট: ই-৫ সি/১, পশ্চিম আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭।

ই-মেইল: chairman@parjatan.gov.bd

www.parjatan.gov.bd

দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯
২০১৯-২০২০

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

পর্যটন ভবন

প্লট: ই-৫ সি/১, পশ্চিম আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭।

ই-মেইল: chairman@parjatan.gov.bd

www.parjatan.gov.bd

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

মুজিববর্ষ সফল হোক

উপক্রমণিকা

বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প পেয়েছে একটি মূর্ত গতিধারা। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বাঙালী জাতির পিতা বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, প্রসার, বিকাশ, বিদেশে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা এবং অভ্যন্তরীণ পর্যটন অবকাঠামো সৃষ্টিসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৪৩ বলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন। অপরদিকে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পর্যটন শিল্পকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং জিডিপি বৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণের সদয় নির্দেশনা দিয়েছেন। উক্ত নির্দেশনার আলোকে একটি কার্যকর সমন্বিত পরিকল্পনা এবং আন্তর্জাতিকমানের পর্যটন অবকাঠামো তৈরীর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ব্যাপকতর কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি সরকারের ভিশন ২০২১ এবং আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে পর্যটন শিল্প যাতে অবদান রাখতে পারে সে আলোকে এ সংস্থা পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ এর ভিত্তিতে বহুমুখি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

গত ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ১০টি প্রকল্প গ্রহণ করেছে যার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পগুলোর অনুকূলে ৮৪৩৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। গত ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ মার্চ ২০২১ সময়কালে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন একটি সাংবাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যার কিছু কর্মসূচি যেমন- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ লেকে আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী এবং দৃষ্টিনন্দন দুটি নৌকা ভাসানো হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন হোটেল-মোটেলে আবাসনের উপর রেয়াত প্রদান করা হয়েছে। অন্যান্য কর্মসূচিগুলো কোভিড-১৯ এর বাস্তবতার নিরিখে বাস্তবায়ন করা হবে।

বর্তমান কোভিড-১৯ বাস্তবতায় সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পও ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। কোভিড-১৯ এর ধকল উতরিয়ে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন পর্যটন খাতকে এগিয়ে নিতে সংস্থার হোটেল, মোটেল এবং অন্যান্য সেব কেন্দ্রগুলোতে সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে পর্যটকদের সেবা দিয়ে আসছে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এদেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে সবিশেষ ভূমিকা রেখে চলছে। এ সংস্থাটি নিজস্ব অর্থ বিনিয়োগ করে এবং কিছু সরকারি সহায়তায় পর্যটন নগরী কক্সবাজার, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা, সিলেট, কুয়াকাটা, রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর, খুলনা, মেহেরপুর, গোপালগঞ্জসহ সমগ্র দেশের আকর্ষণীয় পর্যটন স্থানসমূহে হোটেল, মোটেল, পিকনিক স্পট, রেস্তোরাঁ, বার, সুইমিং পুল, গল্‌ফ কোর্স ও পর্যটন সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি প্রবর্তন করে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের সেবা প্রদান এবং বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে অগ্রগতিতে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। এছাড়া, এ সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন 'ন্যাশনাল হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট' কর্তৃক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী করে তাদের দেশে-বিদেশে তারকামানের হোটেল, রেস্তোরাঁ, এয়ারলাইন্স এবং অন্যান্য পর্যটন ব্যবসায় নিয়োগের উপযুক্ত করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করে তা

সফলভাবে পরিচালনা করছে। এ ইনস্টিটিউট হতে এ যাবৎ ৫৫,০০০ (পঞ্চান্ন হাজার) প্রশিক্ষণার্থী সফলভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশে-বিদেশে পর্যটন ও হোটেল শিল্পে সাফল্যের সাথে কাজ করছে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে ৯ম বারের মতো দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো। এ দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদনে গত অর্থ বছরে সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইউনিট থেকে আয় ও ব্যয়ের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া সংস্থার নিজস্ব ও সরকারি অর্থায়নে দেশের বিভিন্ন পর্যটন এলাকায় নির্মিত পর্যটন সুবিধাদির চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে এ সংস্থা সুনির্দিষ্টভাবে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তার সংক্ষিপ্ত কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্টদের অবগতির জন্য জনসম্মুখে প্রকাশ করা জরুরী বলে আমরা মনে করছি। সেই লক্ষ্যেই এই দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন। আমরা বিশ্বাস করি এই প্রতিবেদনের তথ্য-উপাত্ত এদেশের পর্যটন গবেষক, সাংবাদিক, পর্যটন উন্নয়নকর্মী ও পর্যটন সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের উপকারে আসবে। এছাড়াও জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারের প্রতি সংহতি প্রকাশ এবং এ প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম সম্পর্কে দেশের নাগরিকের একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকা জরুরী বলে আমরা মনে করি। জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমরা বার্ষিক প্রতিবেদনটি সংস্থার ওয়েবসাইটে পিডিএফ আকারে প্রকাশ করা হলো। এতে করে যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রতিবেনটি তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবেন।

এই প্রতিবেদনের তথ্য-উপাত্তসমূহ সঠিক ও সাবলীলভাবে উপস্থাপনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পাঠকমণ্ডলীর নজরে এলে তা সংশোধনের জন্য তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে। পরিশেষে, যাদের শ্রমে ও মেধায় এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

রাম চন্দ্র দাস
চেয়ারম্যান

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি

১। জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম ভূঞা -- আহ্বায়ক;
মহা-ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

২। জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম -- সদস্য;
ব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা-১), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

৩। জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম -- সদস্য;
ব্যবস্থাপক (পূর্ত) আই.সি.টি সংযুক্ত, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

৪। জনাব মোঃ নুসরাত গনি -- সদস্য;
ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

৫। জনাব মোঃ শাকের হোসেন -- সদস্য;
ব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

৬। জনাব আ.ন.ম মোস্তাদুদ দস্তগীর -- সদস্য;
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

৭। জনাব মোঃ জিয়াউল হক হাওলাদার -- সদস্য-সচিব।
ব্যবস্থাপক (জনসংযোগ), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

কো-অপ্টকৃত সদস্যবৃন্দ

১। জনাব মোঃ জসিমউদ্দিন
ব্যবস্থাপক (অডিট), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

২। জনাব মোঃ ইদ্রিছ তালুকদার
উপ-ব্যবস্থাপক (বিপণন), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

৩। জনাব মোঃ রাজীব হাসান
সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা (প্রশাসন), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

৪। জনাব রাকিবুল ইসলাম
সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা (ডিএফও), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন।

২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর কার্যক্রম

১) ভূমিকা :

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতার 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৪৩ এর অধীনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় পর্যটন সংস্থা 'বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি এর কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে আলোকবর্তিকা হিসেবে পর্যটকদের মানসম্মত সেবা প্রদান, আন্তর্জাতিক মানের অনুপম পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসতে সর্বদাই চেষ্টা করে আসছে।

২) দায়িত্ব ও কার্যাবলী :

- ✓ অভ্যন্তরীণ পর্যটন অবকাঠামো সৃষ্টি;
- ✓ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং পর্যটকদের মানসম্মত সেবা প্রদান;
- ✓ দেশে ও বিদেশে পর্যটন এর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি, পর্যটন উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট বা সহায়ক সকল কার্য সম্পাদন;
- ✓ দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- ✓ সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে পর্যটন শিল্পের সম্প্রসারণ;
- ✓ পর্যটন বা উহার সহায়ক কাজে নিয়োজিত বা নিয়োজিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এরূপ আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের জন্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করার বা অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ✓ সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে পর্যটন চুক্তি সম্পাদন;
- ✓ পর্যটন সংক্রান্ত নানামুখী গবেষণা এবং প্রচার প্রচারণা পরিচালনা;
- ✓ পর্যটকদের জন্য হোটেল, রেস্টুরেন্ট, রেস্ট-হাউজ, পিকনিক স্পট, ক্যাম্পিং সাইট, থিয়েটার, বিনোদন পার্ক, ওয়াটার স্কিইং সুবিধা প্রতিষ্ঠা, নির্মাণ, আয়োজন, সংস্থান এবং পরিচালনা;

৩) প্রশাসন বিভাগ

ক) সাংগঠনিক কাঠামো:

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠার সময় ১৩৭২ পদ বিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক কাঠামোর অনুমোদন দেয়া হয়। অতঃপর ১৯৮৩ সালে এনাম কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে এ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের জন্য ২২৮টি এবং বাণিজ্যিক ইউনিটের জন্য ৪৩১টি পদসহ মোট (২২৮+৪৩১) = ৬৫৯ পদ বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো সরকার অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক এনাম কমিটির অতিরিক্ত আরো ৩২টি পদ অনুমোদন করা হয়। মোট অনুমোদিত (২২৮+৪৩১+৩২)=৬৯১ পদ হতে গত ১২/০৯/২০১৯ তারিখে ০৫টি পদে বিলুপ্তির আদেশ জারী করা হয়, ফলে মোট পদ দাঁড়ায় (৬৯১-৫)=৬৮৬টি। বর্তমানে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনে বিভিন্ন পদে ৪৩২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

খ) প্রশাসনিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাপকের বিভিন্ন পর্যায়ের ৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা অনুসরণ পূর্বক ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে দায়েরকৃত ১৩টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- বাপকে আগত অতিথিগণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ও আর্চওয়ে স্থাপন করা হয়েছে;
- সমাজ কল্যাণ খাত হতে ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৫,৪৬,৯৮০/- টাকা কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীর পিডিএস (এইচ আর মোডিউল) প্রস্তুতকরণ ও হালনাগাদকরণ;
- ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাপক-এর পিআরএল গমণকারী ৫৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নির্ধারিত সময়ে পিআরএল গমণের অনুমতিসহ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নকরণ;
- ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২০ জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পেনশন বাবদ ১২১৪.১৭ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে;
- বাপক-এর সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণ/মেলা/সেমিনার-এ অংশগ্রহণের তথ্য হালনাগাদকরণ;

গ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ):

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদারকরণ, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সরকারের রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে- চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এবং সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মধ্যে ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত চুক্তির কার্যক্রম ও কর্মসম্পাদন সূচক অনুযায়ী ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ঘ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা:

সরকার ২০১২ সালে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শিরোনামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের রূপকল্প হল: 'সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা' এবং অভিলক্ষ্য হল: 'রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা'। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। প্রণয়নকৃত ছক অনুযায়ী শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি অর্জনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ঙ) ইনোভেশন:

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি ও নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের লক্ষ্যে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়। ইনোভেশন টিম সংস্থার কর্মকর্তাদের মধ্য হতে শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবক চিহ্নিত করে তাঁদের প্রণোদনা প্রদানসহ উদ্ভাবনী আইডিয়া সো কেসিং এবং পাইলটিংয়ের প্রক্রিয়া চলমান।

চ) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grivance Redress System-GRS):

জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে যথাযথভাবে কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রতি মাসে প্রাপ্ত অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি (Grievance Redress System-GRS) অভিযোগের বিষয়ে ডাটাবেজ প্রস্তুতকরত: এ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ছকে প্রতিমাসে রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সকল বাণিজ্যিক ইউনিটে আগত অতিথিদের অভিযোগ/অনুযোগ/পরামর্শ/মন্তব্য এবং জনসেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিশ্রুতি সেবা, সেবা প্রদান পদ্ধতি, সেবা ও পণ্যের মান সম্পর্কে নাগরিকের অসন্তুষ্টি বা সংক্ষুদ্ধতা থেকে অভিযোগের প্রতিকার বিষয়ে সকল বাণিজ্যিক ইউনিটে সেবাবক্স স্থাপনসহ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রশাসন বিভাগ হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ছ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter):

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter) হল নাগরিক এবং সেবাদাতাদের মধ্যকার একটি চুক্তি (agreement) যেখানে সেবা প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ ও নির্দেশনা বিবৃত থাকে। এই সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সেবা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে। তাছাড়া, সেবা সংক্রান্ত তথ্য নাগরিকদের নিকট সহজলভ্য করা, সেবা কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহি বৃদ্ধি। নাগরিক সেবার মান উন্নয়নে মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির কার্যকর প্রচলনের লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের 'সিটিজেন্‌স চার্টার-এর ফরম্যাট চুড়ান্তভাবে অনুমোদন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থা কর্তৃক নতুনভাবে প্রণীত এ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুমোদিত ফরম্যাট অনুযায়ী সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রস্তুতপূর্বক সংস্থার ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে।

৪) মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন.এইচ.টি.টি.আই

ক) জনবল :

দেশে বর্তমানে পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানসমূহে বেশ কিছু হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁসহ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ট্যুর অপারেটর সৃষ্টি হয়েছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে অধিকাংশই প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করা হয় না। বিশেষ করে দেশের পর্যটন নগরী কক্সবাজারে এই বিষয়টি অধিক হারে লক্ষ্য করা যায়। এতে করে সেবার মান উন্নত হয় না। ফলে সত্যিকার অর্থে পর্যটন শিল্প বিকাশে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সকল হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ এবং ট্যুর অপারেটরদের প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগের জন্য সরকারি নির্দেশনা জারী করা প্রয়োজন। অন্যথায় প্রশিক্ষিত জনবল বেকার হয়ে পড়বে এবং দেশে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

খ) প্রশিক্ষণ :

পর্যটন ও হোটেল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ন্যাশনাল হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইন্সটিটিউট বা NHTTI প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শুরু করার পর থেকে অদ্যাবধি দেশের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের পর্যটন ও হোটেল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে আসছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই দক্ষ জনবলের অধিকাংশই বর্তমানে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ, গেস্ট হাউজ, ট্রাভেল এজেন্সি, এয়ারলাইন্স ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে।

প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের বিবরণ

NHTTI হতে নিম্নে বর্ণিত কোর্সসমূহ নিয়মিতভাবে দুই শিফটে (সকাল ও বিকাল) পরিচালনা করা হচ্ছে:-

ক্র: নং	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদকাল
১	ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট	২ বছর
২	ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট	১ বছর
৩	ডিপ্লোমা ইন কালিনারী আর্টস এ্যান্ড ক্যাটারিং ম্যানেজমেন্ট	১ বছর
৪	প্রফেশনাল শেফ কোর্স	১ বছর
৫	প্রফেশনাল বেকিং কোর্স	১০ মাস
৬	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফ্রন্ট অফিস	১৮ সপ্তাহ
৭	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন	১৮ সপ্তাহ
৮	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস	১৮ সপ্তাহ
৯	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন হাউজ কিপিং এ্যান্ড লন্ড্রি	১৮ সপ্তাহ
১০	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন বেকারি এ্যান্ড পেস্ট্রি প্রোডাকশন	১৮ সপ্তাহ
১১	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ট্রাভেল এজেন্সি এন্ড ট্যুর অপারেটর	১৮ সপ্তাহ

সরকারি অর্থায়নে NHTTI এর সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের অনুমোদিত নকশা

২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এন.এইচ.টি.টি.আই এর সার্বিক কর্মকাণ্ড ও উল্লেখযোগ্য অর্জন

১. ২০১৭ সালের জানুয়ারি তে NHTTI এর Food & Beverage Production Department হতে বিভাগীয় প্রধান জাহিদা বেগমের নেতৃত্বে একটি দল বিশ্বের বৃহত্তম তরুণ রন্ধনশিল্পীদের প্রতিযোগিতা Young Chef Olympiad ২০১৭ এ অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দল বিশ্বের ৪৯টি দেশর মধ্যে ১৭তম স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়।

২. বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সার্ভিস (বিএফসিসি)-এ এনএইচটিটিআই-এর সেফ ও বেকারিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্টে কর্মরত আছে।

৩. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নবীন কূটনীতিকদের ৫০ জন এনএইচটিটিআই-তে পর্যটন ও মেন্যু প্ল্যানিং, টেবিল সেটআপ, টেবিল প্রিপারেশন এবং ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

৪. বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ৬৮৫ জন সরকারি/বেসরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের অদক্ষ ও স্বল্পদক্ষ কর্মচারীদের ফ্রন্ট অফিস, হাউজকিপিং, ফুড এন্ড বেভারেজ প্রডাকশন ও ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ।

৫. বিজিবি'র ৬৪ জন কুক, ওয়েটারদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

৬. মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ১৩৫ জন কর্মচারীদের ফ্রন্ট অফিস এবং ম্যানার এটিক্যাট হাইজিন ও এফএনবি (সার্ভিস) প্রশিক্ষণ প্রদান।

৭. বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৩৫ জন মেস ওয়েটারদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

৮. নভো-এয়ারের বছর মেয়াদী সমঝোতা স্বারকের আওতায় ৪৮ জন নভো-এয়ারের কর্মরত নবীন কর্মকর্তাদের ট্রাভেল এজেন্সী অপারেশন্স ও টিকেটিং-এ প্রশিক্ষণ প্রদান।

৯. ICIMOD এর হিমলিকা প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান-এ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির ৬২ জনকে ট্যুর গাইডিং, হাউস কিপিং ও সার্ভিস-এ প্রশিক্ষণ প্রদান।

১০. চাইনিজ বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান এনএইচটিটিআই ও ট্রানসেন্ড বাংলাদেশ এর সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় (এনএইচটিটিআই) -তে প্রশিক্ষণরত দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষার্থীদের সৌজন্যমূলকভাবে চাইনিজ ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্সে দুই পর্যায়ে ১২০ জনকে চাইনিজ ভাষা প্রশিক্ষণ প্রদান।

১১. ফুড সেফটি ও হাইজিন কোর্সে ২০০ জনকে প্রশিক্ষণসহ ফুড সেফটি ও হাইজিন কোর্সে সম্পন্ন করা হয়েছে।

১২. এনসিসি স্বল্পমেয়াদী ৬টি বিষয়ে, ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম এ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, ডিপ্লোমাইন কালিনারী আর্টস এ্যান্ড ক্যাটারিং ম্যানেজমেন্ট, প্রফেশনাল শেফ কোর্স, প্রফেশনাল বেকিং কোর্স, স্পেশাল বেকিং কোর্স, শর্ট কোর্স (কুকারী এ্যান্ড বেকারী), স্পেশাল বেকারী কোর্সসহ ২,১৯০ (দুই হাজার একশত নব্বই) জন প্রশিক্ষণার্থীদের স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কোর্স সম্পন্ন করেছে। ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণার্থীরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্ট সফলতার সাথে শেষে অনেকেই ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রিতে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে কর্মে নিয়োজিত আছে।

১৩. দেশের অন্যতম সেরা পাঁচতারকা হোটেল Le Meridien Dhaka, Pan Pacific Sonargaon, Intercontinentel Dhaka, Hotel Six Season, Hotel Amari, Ocean Paradise, Royal Tulip, Radisson Blu Water Garden, Hotel The Westin Dhaka, Grand Sultan, Hotel Olives, Hotel Four Points by Sheraton সহ বিভিন্ন হোটেল/মোটেল ও রেস্তোরাঁয় NHTTI হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থী চাকুরিরত আছে যারা সেখানে সুনামের সাথে কাজ করছে।

১৪. ফুড হাইজিন এ্যান্ড সেনিটেশন কোর্স এ ২১৪ (দুইশত চৌদ্দ) জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

১৫. বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এজিশাখা ০৭ (সাত) জন ওয়েটারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৬. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জননিরাপত্তা বিভাগ সার্ভিস বিভাগে ৩০ (ত্রিশ) জনকে কোর্স করানো হয়েছে।

১৭. চাইনিজ বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান এন.এইচ.টি.টি.আই ও ট্রানসেন্ড বাংলাদেশ এর সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় (এনএইচটিটিআই- তে) প্রশিক্ষণরত দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষার্থীদের সৌজন্যমূলকভাবে চাইনিজ ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্সে চাইনিজ ভাষা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৮. দাহমাশী করপোরেশন লিমিটেড ১৫ (পনের) জনকে এফ এন্ড বি সার্ভিস এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৯. দাহমাশী করপোরেশন লিমিটেড ৩০ (ত্রিশ) জনকে এফ এন্ড বি প্রডাকশনএর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০. দাহমাশী করপোরেশন লিমিটেড ১৫ (পনের) জনকে হাউসকিপিং অপারেশন্স এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২১. ট্রাভেল এজেন্সী ও ট্যুর গাইডিং প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে দুইবার শিক্ষা সফর এবং ফ্রন্টঅফিস প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে হোটেল লা-মেরিডিয়ান ও র‌্যাডিসন হোটেল ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট সম্পন্ন করা হয়েছে।

২২. ট্রাভেল এজেন্সী ও ট্যুর গাইডিং প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে দু'বার ঢাকা সাইটসিয়িং ট্যুর এবং কক্সবাজারে শিক্ষাসফর করা হয়েছে।

২৩. International Chefs' Day উপলক্ষে ২০ অক্টোবর ২০১৯ এনএইচটিটিআই Chefs Chain, Standing on the Street Celebration, ফুডকার্ণিভাল শেফ কোর্স-এর শিক্ষার্থী ও হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রির অতিথিদের নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে।

২৪. বঙ্গভবন, গণভবন ও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে খাদ্য পরিবেশন কার্যক্রম ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিস শাখার প্রশিক্ষণার্থী এবং প্রশিক্ষকদের অংশগ্রহণ ও সফলভাবে সেবা প্রদান করে আসছে

৫) অর্থ ও হিসাব বিভাগ

পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন, বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরা ও অভ্যন্তরীণ পর্যটন অবকাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৭২ সনে ১.০০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধনের বিপরীতে ৫.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধিত মূলধন নিয়ে মাননীয় রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৪৩ বলে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) প্রতিষ্ঠিত হয়। অত্র সংস্থা সৃষ্টি লগ্নে ছোট ছোট ৬টি ইউনিট নিয়ে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৪৬টিতে উন্নীত হয়েছে।

ক। গত ০৫ (পাঁচ) অর্থ বছরে সংস্থার করপূর্ব মুনাফা/(ক্ষতি) ঃ

(লক্ষ টাকায়)

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	করপূর্ব মুনাফা/(ক্ষতি)
২০১৫-১৬	১০৭.০২
২০১৬-১৭	-৩৮৫.০৯
২০১৭-১৮	১০৮.৭৪
২০১৮-১৯	-৯.১০
২০১৯-২০	-১০৬১.৮৬

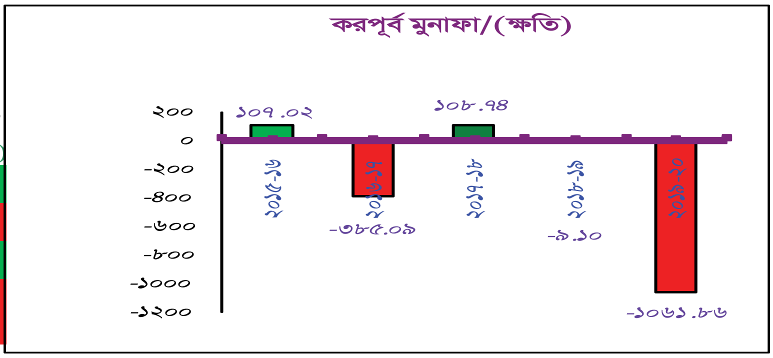

খ। সংস্থার ০৫ (পাঁচ) অর্থ বছরের মোট আয়ের বিবরণ ঃ

বর্তমান কর্তৃপক্ষের দক্ষ ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনার সুবাদে এবং ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট আয় করেছে ৭,৯৫০.৪৬ লক্ষ টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১০,০৪৭.৩০ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১১,৩৪৮.১৯ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১১,৩৪৭.৭৩ লক্ষ টাকা এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৯,৭৩৪.৪৬ লক্ষ টাকা আয় করেছে। যার একটি তুলনামূলক বিবরণী বারচিত্রে উপস্থাপিত হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	মোট আয়
২০১৫-১৬	৭,৯৫০.৪৬
২০১৬-১৭	১০,০৪৭.৩০
২০১৭-১৮	১১,৩৪৮.১৯
২০১৮-১৯	১১,৩৪৭.৭৩
২০১৯-২০	৯,৭৩৪.৪৬

(লক্ষ টাকায়)

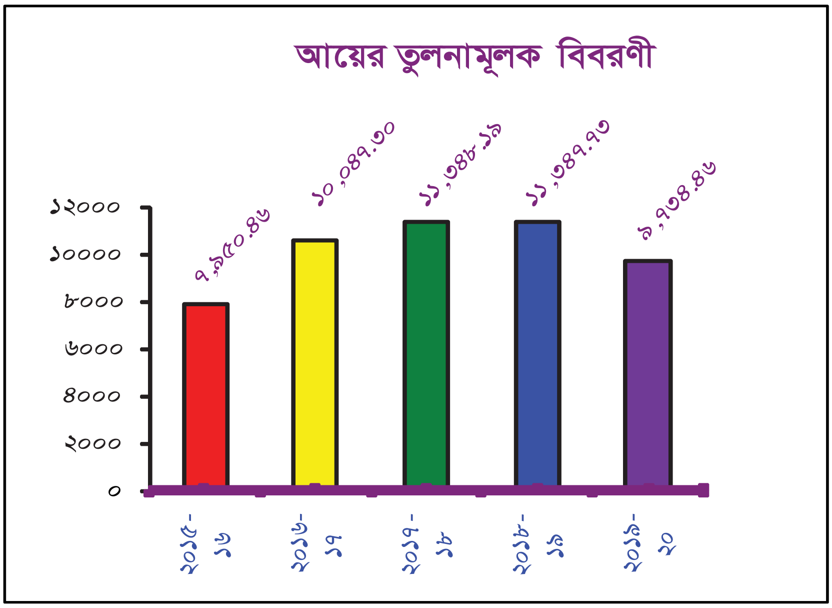

গ। সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে বিনিয়োগ ঃ

২০১৯-২০ অর্থ বছরে সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইউনিট নির্মাণ/নবায়নের জন্য ১০২০.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে উক্ত বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৭১২.৭১ লক্ষ টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪৪৬৪.৬১ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১৬৭.২৭ লক্ষ টাকা এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিনিয়োগ করা হয়েছে ৬১৯.৭৬ লক্ষ টাকা। নিম্নে উল্লিখিত অর্থ বছরে বিনিয়োগের তুলনামূলক বিবরণী বার চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হলো ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	বিনিয়োগ
২০১৫-২০১৬	২৩২.৫০
২০১৬-২০১৭	৪,৪৮১.৭৫
২০১৭-২০১৮	১৬৭.৯৭
২০১৮-২০১৯	৬১৯.৭৬

(লক্ষ টাকায়)

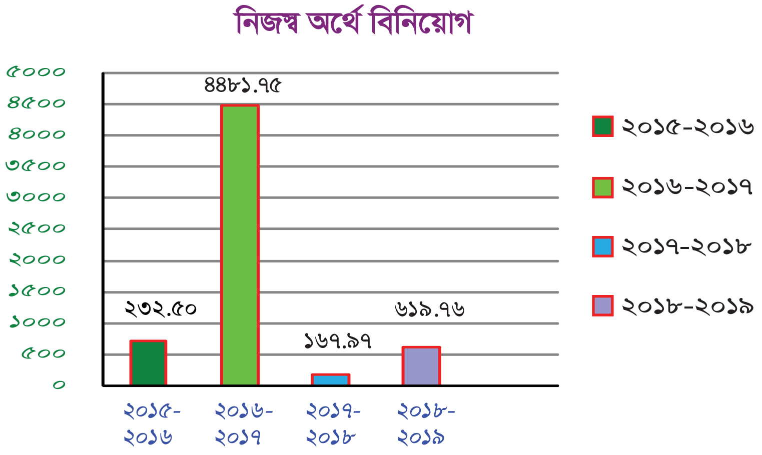

ঘ। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারি কোষাগারে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ যথাক্রমে ৯৬৩.৮৪ ও ৮৪৪.১৬ লক্ষ টাকা।

সংস্থা তার নিজস্ব আয় থেকে সকল প্রকার রাজস্ব ব্যয় নির্বাহ করার পর সরকারি পাওনা বাবদ আয়কর, ডিএসএল ও ভ্যাট খাতে সরকারি কোষাগারে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৯৬৩.৮৪ লক্ষ টাকা এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৮৪৪.১৬ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছে। এগুলোর বিবরণ পাই চিত্রে নিম্নে উপস্থাপিত হলো:

(লক্ষ টাকায়)

হিসাবের খাত	পরিশোধ
আয়কর	১১৮.৫৪
ডিএসএল	১০.০০
ভ্যাট	৮৩৫.৩০
মোট =	৯৬৩.৮৪

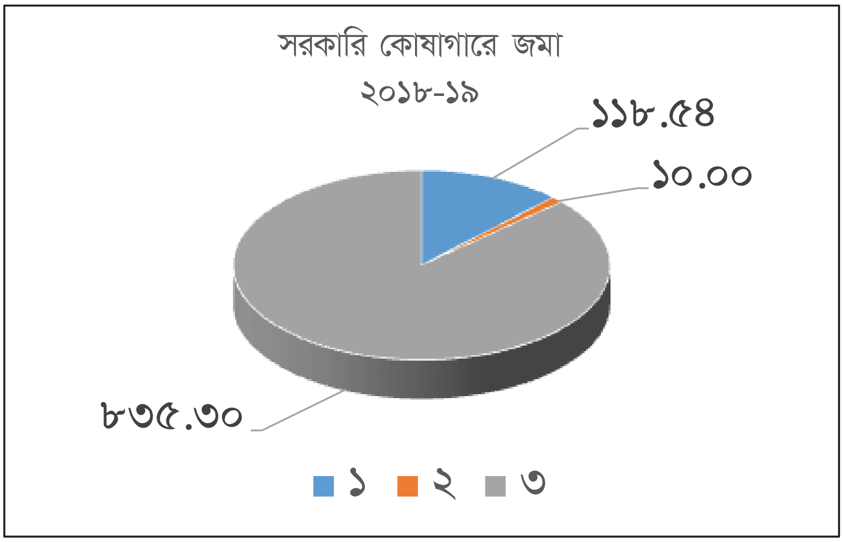

(লক্ষ টাকায়)

হিসাবের খাত	পরিশোধ
আয়কর	১১৬.১৭
ডিএসএল	৩০.০০
ভ্যাট	৬৯৭.৯৯
মোট =	৮৪৪.১৬

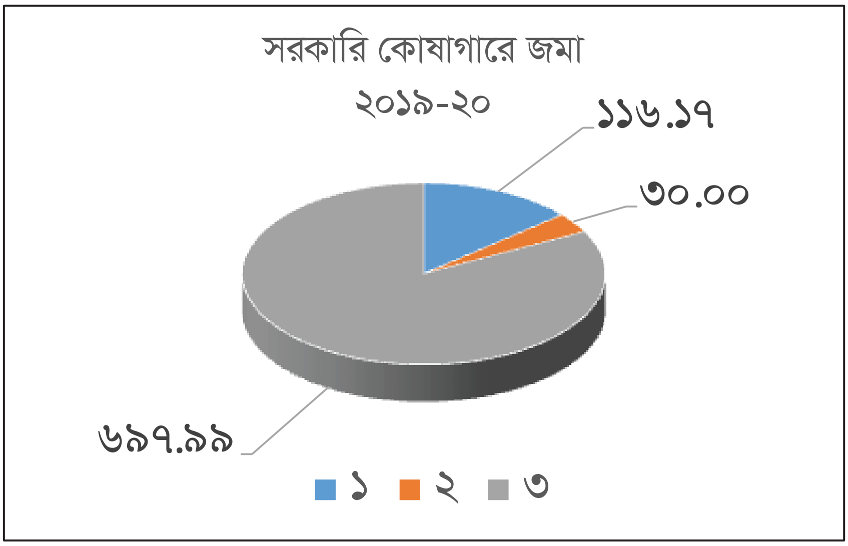

ঙ। সরকারি অনুদান ঃ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩,৭১৪.৯৫ লক্ষ টাকা এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬,৮১৪.৯৫ লক্ষ টাকা সরকারের নিকট থেকে সম্ভাবনাময় স্থাপনাসমূহের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা/বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয়ের জন্য বাপক সরকারি অনুদান পেয়েছে। বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে প্রাপ্ত সরকারি অনুদানের একটি তুলনামূলক বার চিত্র উপস্থাপন করা হলো:

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	অনুদান
২০১৫-২০১৬	৫৫১.৬৭
২০১৬-২০১৭	১৪৯.৮১
২০১৭-১৮	৩৩৫৮.৯৩
২০১৮-১৯	৩৭১৪.৯৫
২০১৯-২০	৬৮৪০.০২

সরকারি অনুদান - ২০১৫-১৬

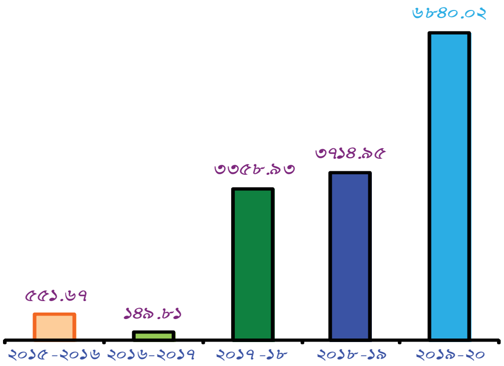

চ) বাজেট :

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পর্যটন উন্নয়নখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৯৭০০.০০ লক্ষ টাকা। যা বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ছিল ৩৭১৪.৯৫ লক্ষ টাকা।

এক নজরে বাজেট

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিবরণ	বাজেট লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত বাজেট	ছয় মাসের প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়
		২০১৯-২০২০	২০১৯-২০২০	২০১৯-২০১০	২০১৯-২০২০	২০১৮-২০১৯
	ক. রাজস্ব/বিক্রয়					
১	প্রধান কার্যালয়	৬৫২.১৪	৭১৩.০৯	৪৩৭.১৯	৬৫২.১৪	৬৫২.৯৪
২	ইউনিট	১৩,৫৪৬.০০	১২,২৯১.১৫	৫,৬২৫.২৬	১৩,৫৪৬.০০	১০,৫৯৮.২৮
	মোট রাজস্ব	**১৪,১৯৮.১৪**	**১৩,০০৪.২৪**	**৬,০৬২.৪৫**	**১৪,১৯৮.১৪**	**১১,২৫১.২২**
	খ. ব্যয়/খরচ					
১	প্রধান কার্যালয়	২,৫২৬.৪০	২,৭৭১.৯৫	৮৯৯.১৭	২,৫২৬.৪০	২,১১৬.৮৬
২	ইউনিট	১১,৫০১.৬৬	১০,১১০.৮৭	৪,৮০২.১২	১১,৫০১.৬৬	৯,১৪৩.৪৬
	মোট খরচ	১৪,০২৮.০৬	১২,৮৮২.৮২	৫,৭০১.২৯	১৪,০২৮.০৬	১১,২৬০.৩২
	উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি	১৭০.০৮	১২১.৪২	৩৬১.১৬	১৭০.০৮	(৯.১০)
	উন্নয়ন বাজেট					
১	এডিপি/ সরকার অনুদান	৯,৭০০.০০	৮,৪৩৭.০০	৩,২৫০.০০	৯,৭০০.০০	৪,০১৮.৫৬
২	নিজস্ব অর্থায়ন	৬৮২.৭৫	১,৫১৮.৭৫	১১১.৭২	৬৮২.৭৫	৫৯৩.৯১
	মোট উন্নয়ন বাজেট	১০,৩৮২.৭৫	৯,৯৫৫.৭৫	৩,৩৬১.৭২	১০,৩৮২.৭৫	৪,৬১২.৪৭
	মোট বাজেট	২৪,৪১০.৮১	২২,৮৩৮.৫৭	৯,০৬৩.০১	২৪,৪১০.৮১	১৫,৮৭২.৭৯
১	রাজস্ব বাজেট	১৪,০২৮.০৬	১২,৮৮২.৮২	৫,৭০১.২৯	১৪,০২৮.০৬	১১,২৬০.৩২২
	উন্নয়ন বাজেট	১০,৩৮২.৭৫	৯,৯৫৫.৭৫	৩,৩৬১.৭২	১০,৩৮২.৭৫	৪,৬১২.৪৭
	মোট বাজেট	২৪,৪১০.৮১	২২,৮৩৮.৫৭	৯,০৬৩.০১	২৪,৪১০.৮১	১৫,৮৭২.৭৯

৬) পরিকল্পনা বিভাগ

ক) সার্বিক কর্মকাণ্ড ও উল্লেখযোগ্য অর্জন :

২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত (এডিপি) প্রকল্পসমূহ :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম, প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল	অগ্রগতি
১.	"আগারগাঁওস্থ শেরেবাংলা নগরে পর্যটন ভবন নির্মাণ"; প্রকল্প ব্যয় : ৭৯০১.২৫ লক্ষ টাকা (সংশোধিত); *** জিওবি: ৭১১১.১২ লক্ষ টাকা;** *** নিজস্ব অর্থায়ন: ৭৯০.১৩ লক্ষ টাকা** বাস্তবায়ন কাল: জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০ (সংশোধিত)।	প্রকল্পের বেইসমেন্টসহ ১৫ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ফিনিশিং কাজ চলমান আছে। সেপ্টেম্বর, ২০২০ মাসের মধ্যে বাপক প্রধান কার্যালয় মহাখালী হতে উক্ত নতুন ভবনে স্থানান্তর করা হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটি উদ্বোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২.	**"চট্টগ্রামস্থ পারকিতে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন"** প্রকল্প ব্যয়- ৭১২৫.৪৯ লক্ষ টাকা (সংশোধিত) বাস্তবায়ন কাল: জুলাই, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ (সংশোধিত)	ক) প্রকল্পটি গত ০২/০১/২০১৮ তারিখে একনেক এ অনুমোদিত হয়েছে। খ) অনুমোদিত ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিকাদার কর্তৃক বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে। কোভিড-১৯ এর কারণে কাজের অগ্রগতি বিঘ্নিত হয়েছে। গ) প্রস্তাবিত সুবিধাদির আওতায় ১০টি সিঙ্গেল কটেজ এর মধ্যে ৪টি কটেজ এর গ্রেট বীম পর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৬টি কটেজের ফাউন্ডেশন, কলাম নির্মাণ কাজ সম্াপ্ত হয়েছে। অপরদিকে, ৪টি ডুপ্লেক্স কটেজ এর ফাউন্ডেশন ও কলাম নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ঘ) মাল্টি পারপাস বিল্ডিং এর পাইল ঢালাই চলছে। ঙ) মাটি ভরাট কাজ ৩০% ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সীমানা প্রাচীর, মাটি ভরাট ও নলকুপ স্থাপনের কাজ চলমান আছে। চ) সার্বিক কাজের অগ্রগতি ৩০%।
৩.	**"পর্যটন বর্ষ উপলক্ষে দেশের কতিপয় পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকার পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন"** প্রকল্প ব্যয়ঃ ৫৩৬৫.২২ লক্ষ টাকা (সংশোধিত) বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১ (সংশোধিত)।	ক) প্রকল্পটি গত ১৮/০৪/২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। খ) প্রকল্পের আওতায় বাপক এর বিদ্যমান ১০ টি ইউনিটের সংস্কার কাজ সম্পন্নশেষে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় ০৮টি ট্যুরিস্ট কোচ সংগ্রহ পূর্বক বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। খ) কক্সবাজার এবং কুয়াকাটায় চেঞ্জিং ক্লোসেট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

		গ) নারায়ণগঞ্জস্থ জ্যোতি বসুর বাড়ি বারদীতে গত ৩/০১/২০২০ তারিখে পর্যটন কেন্দ্রের ভৌত কাজ শুরু হয়েছে। ফাউন্ডেশন ও গ্রেড বিম ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ১৬টি কলাম ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। সীমানা প্রাচীরের কাজ চলমান। গ) বাগেরহাট উপ-প্রকল্পের ৬ষ্ঠ তলার ছাদ ঢালাই শেষ হয়েছে। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তলার ব্রিক ওর্য়াকের কাজ সম্পন্ন। ৫ম তলার ব্রীকের কাজ চলছে। ভবনের কাজের অগ্রগতি ৬০%। ঘ) সালনার ৬টি কটেজের নির্মাণ কাজ ৭৫% সম্পন্ন হয়েছে। রেস্তোরাঁ কাজ ৪০% সম্পন্ন হয়েছে, রিসেপশন ব্লকের কাজ ৪০% শেষ হয়েছে। পিকনিক শেড ও সাবস্টেশন ভবন এর কাজ ৫০% সম্পন্ন হয়েছে। ঙ) কাজিপুরের পর্যটন কেন্দ্রের মূল ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন। বাউন্ডারি ওয়াল, মাটি ভরাট ও পিকনিক সেড নির্মাণের কাজ চলছে। কাজের অগ্রগতি ৫৫%। চ) লালাখাল, রানী ভবানী, কুমিল্লা, শেরপুর ও বিজয়পুর এর পর্যটন সুবিধাদির ভবনের ছাদ ঢালাই কাজ সমাপ্ত। ব্রীক ওয়ার্ক ও প্লাস্টারের কাজ চলছে। কাজের অগ্রগতি ৬০%। ছ) আর্চওয়ে সংগ্রহের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। জ) সার্বিক কাজের অগ্রগতি ৬৫%।
৪.	**"জাতীয় হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই) এর আপগ্রেডেশন এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জস্থ ক্ষতিগ্রস্ত সোনা মসজিদ পর্যটন মোটেলের সংস্কার ও উন্নয়ন"** প্রকল্প ব্যয়ঃ ৪৩৬০.০০ লক্ষ টাকা (সংশোধিত)। বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১ (সংশোধিত)।	ক) দুটি উপ-প্রকল্পের সমন্বয়ে প্যাকেজ প্রকল্পটি গত ২৮-০৬-২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। খ) এনএইচটিটিআই উপ- প্রকল্পের সাব স্টেশন স্থাপনের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। গ) এনএইচটিটিআই এর ঊর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ (ক্লাস রুম) ও আসবাবপত্র সরবরাহের কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। ঘ) হোটেল অবকাশের ১০টি কক্ষ সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। হোটেল অবকাশের ৫০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ঙ) সোনা মসজিদ এর ৯০% পূর্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চ) হোটেল অবকাশের কিচেন ইকুইপমেন্ট ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। তবে, কোন দরপত্র জমা পড়েনি। গত ০৮-০৬-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরির মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ছ) প্রকল্পের আওতায় একটি মাইক্রোবাস, একটি পিকআপ ভ্যান এবং একটি চিলার ভ্যান ক্রয় করা হবে। জ) সার্বিক কাজের অগ্রগতি ৪০%।

৫.	**“নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও নিঝুম দ্বীপে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ”** প্রকল্প ব্যয়ঃ ৪৯৬১.০৩ লক্ষ টাকা (সংশোধিত বাস্তবায়নকাল : জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১ (সংশোধিত)	ক) গত ০৬-০৯-২০১৮ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। খ) প্রকল্পের আওতায় পর্যটন অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ কাজ এবং জমির সীমানা চিহ্নিত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জমি আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তরের অনুরোধ জানিয়ে জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গ) প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। নিয়োগকৃত পরামর্শক কর্তৃক প্রকল্পের ভৌত কাজ শুরু করার নিমিত্ত ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে বিস্তারিত প্রাক্কলন প্রস্তুতের কাজ চলমান আছে। জ) সার্বিক কাজের অগ্রগতি ১০%।
৬.	**“পঞ্চগড়ে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ”** প্রকল্প ব্যয়ঃ ২২৪৬.৭১ লক্ষ টাকা (মূল) বাস্তবায়নকাল : জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১।	ক) গত ০৩-১১-২০১৮ তারিখে প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। খ) প্রকল্পের জন্য সংস্থার নিজস্ব জমিতে জটিলতা দেখা দেওয়ায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে নতুন করে ১ একর জমি নির্বাচন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গ) নির্বাচিত জমিতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ডিডিসি কর্তৃক প্রণীত নকশার আলোকে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে।
৭.	**“বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর বিদ্যমান স্থাপনাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা”** প্রকল্প ব্যয়ঃ ৪৯৭.৫০ লক্ষ টাকা বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি, ২০১৭ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২১ (সংশোধিত)।	ক) গত ২১-০১-২০১৯ তারিখে প্রকল্পটি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। খ) প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। পরামর্শক কর্তৃক বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর বিদ্যমান স্থাপনাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সমীক্ষা চলমান রয়েছে। ৩টি পর্যায়ে খসড়া ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। গ) সার্বিক কাজের অগ্রগতি ৭০%।
৮.	**চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দায় শেখ হাসিনা সেতু সংলগ্ন এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ।** প্রকল্প ব্যয়ঃ ৪০৩৮.৩৭ লক্ষ টাকা বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১।	ক) গত ০৬-০৯-২০১৮ তারিখে প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। খ) স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের সীমানা প্রাচীরের ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। গ) সীমানা প্রাচীরের ব্যয় প্রাক্কলন অনুমোদনের পর গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিপ্তর কর্তৃক সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজের দরপত্র পত্রিকায় আহ্বান করা হয়েছে। আইনি জটিলতার কারণে দরপত্র কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে।

৯.	**"সুন্দরবন এলাকায় পর্যটন সুবিধাদী নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প"**। প্রকল্প ব্যয়ঃ ২২৭.৬৯ লক্ষ টাকা বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি, ২০১৯ হতে মে, ২০২১৯	সার্বিক কাজের অগ্রগতি ১০০%।
১০.	**"বরিশাল জেলার দূর্গাসাগরে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন"**। প্রকল্প ব্যয়ঃ ১৬১৮.১০ লক্ষ টাকা (সংশোধিত) বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১ (সংশোধিত)।	ক) গত ০৬-০২-২০১৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। খ) অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ডিপোজিট ওয়ার্কের আওতায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করার অনুরোধ জানিয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১১.	**"নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার আদর্শ নগরে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ"** প্রকল্প ব্যয়ঃ ৯৮৬.৪০ লক্ষ টাকা বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৯-জুন ২০২১।	ক) অর্থ মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেট এর আওতায় কর্মসূচি প্রকল্পটি গত ১৭/০৪/২০১৯ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। খ) ডিপোজিট ওয়ার্কের আওতায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ এলজিইডি, নেত্রকোনা কর্তৃক চলমান আছে। গ) সার্বিক কাজের অগ্রগতি ১১%।

আগারগাঁওস্থ শেরেবাংলা নগরে পর্যটন ভবন প্রকল্প

খ) ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯ -২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দবিহীনভাবে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	অগ্রগতি
১.	কক্সবাজারস্থ মোটেল প্রবালের জায়গায় এ্যাপ্লিকেশন হোটেলসহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ।	প্রকল্পের বিষয়ে গত ১১/১১/২০১৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক খসড়া ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিপিপি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
২.	বরিশাল জেলা সদরে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ।	প্রকল্পের বিষয়ে গত ১৯/০১/২০২০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক খসড়া ডিপিপি প্রণয়ন কাজ চলমান আছে। খুব শীঘ্রই ডিপিপি প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন হবে বলে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে জানা গেছে।
৩.	কক্সবাজারস্থ ঝিনুক মার্কেট সংলগ্ন এলাকায় আন্তর্জাতিকমানের হোটেল নির্মাণ (হোটেল লাবণ্য)।	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হতে প্রকল্পের খসড়া নকশা পাওয়া গেছে। গত ০৫/০৭/২০২০ তারিখে আলোচ্য বিষয়ের উপর মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার আলোকে চূড়ান্ত নকশা প্রণয়ন কাজ চলমান আছে।
৪.	বাপক এর রাজশাহী পর্যটন হোটেল কমপ্লেক্সে আধুনিকমানের হোটেল নির্মাণ।	ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য অত্র সংস্থা হতে গত ২২/০৭/২০১৯ তারিখে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর স্থাপত্য নকশা প্রেরণ করা হয়েছে।
৫.	কক্সবাজারস্থ খুরুশকুলে শেখ হাসিনা টাওয়ারসহ পর্যটন জোন স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। সমীক্ষা প্রস্তাব ব্যয়: ১৩৬৬.২০ লক্ষ টাকা।	ক) গত ৬/৭/২০১৯ তারিখে বর্ণিত জমি চিহ্নিতপূর্বক সীমানা পিলার বসানো হয়েছে। খ) সম্ভাব্যতা সমীক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৬.	মংলা হতে সেন্টমার্টিন্স পর্যন্ত ট্যুর পরিচালনার লক্ষ্যে ক্রুজ ভ্যাসেল সংগ্রহের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা।	প্রকল্পটি ব্লু ইকোনমি সেল হতে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে।
৭.	পায়রা বন্দর এলাকায় পরিবেশ বান্ধব পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা।	পায়রা সমুদ্র বন্দর এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজনীয় জমির প্রস্তাব চেয়ে জেলা প্রশাসক পটুয়াখালী বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনানুসারে পরিচালক (পরিকল্পনা) এবং জেলা প্রশাসন, কুয়াকাটার সমন্বয়ে সাইট পরিদর্শন করে Eco Tourism Zone এর প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে। জমি প্রাপ্তির বিষয়টি চূড়ান্ত হলে সমীক্ষা প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।

৮.	সাতক্ষীরার মুন্সিগঞ্জে পর্যটন সুবিধাদির প্রবর্তন।	প্রকল্পের অধীন জমি অধিগ্রহণ/বন্দোবস্তের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে। জমি প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।
৯.	নেত্রকোণার খালিয়াজুরি ও বিরিশিরিতে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ।	প্রকল্পের অধীন জমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে। জমি প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।
১০.	বাঙালির ফুড কালচার বিদেশে ব্রান্ডিং করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পর্যায়ক্রমে পর্যটন রেস্তোরাঁ স্থাপন।	-
১১.	পার্বত্য জেলাসমূহের বিভিন্ন স্থানে ক্যাবল কারসহ ওয়াটার রাইডস এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা।	গত ১৫/০২/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পটি প্রত্যাহার করা হয়েছে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক গৃহীত ‘পর্যটন মহাপরিকল্পনার’ আওতায় পার্বত্য এলাকার বিস্তারিত সমীক্ষা শেষে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

গ) পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপের (পিপিপি) আওতায় বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পসমূহ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	অগ্রগতি
১.	Development of Tourism Resort and Entertainment Village at Parjatan Holiday Complex at Cox's Bazar	ক) কক্সবাজারস্থ হোটেল শৈবাল এর জমিতে পিপিপি এর আওতায় "Development of Tourism Resort & Entertainment Village at Parjatan Holiday Complex, Cox's Bazar" শীর্ষক প্রকল্পের RFP মূল্যায়ন শেষে Orion Group-কে নির্বাচিত করা হয়েছে। Orion Group-এর সাথে Negotiation সম্পন্ন হয়েছে। বিষয়টি CCEA (Cabinet Committee on Economic Affairs) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। গত ০৯-১১-২০১৭ তারিখে Preferred Bidder Orion Development Consortium-কে Letter of Award (LoA) প্রদান করা হয়েছে। খ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও পিপিপি কর্তৃপক্ষের মতামত পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থাপক গ্রহণ করা হবে।
২.	Establishment of International Standard Tourism Complex at Existing Motel Upal Compound of BPC at Cox's Bazar	পিপিপি'র অধীন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে পরপর ৩ (তিন) বার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। উপযুক্ত দরদাতা না পাওয়ায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় হতে পুনরায় দরপত্র আহ্বানের জন্য নির্দেশনা করা হয়েছে।
৩.	Establishment of a – Five Star Hotel & Others Facilities at existing Motel Sylhet Compound of BPC at Sylhet	পিপিপি'র অধীন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয় হতে ভেটিং পাওয়া গেছে। ভেটিং-এর আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
৪.	Establishment of International Standard Hotel cum Training Centre on Existing Land of BPC at Muzgunni, Khulna	দ্বিতীয় বার টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যে IFB পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুক্তিযুক্তকরণের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হতে মতামত পাওয়া গেছে। উক্ত মতামতের আলোকে পিপিপি দপ্তরের সাথে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
৫.	Establishment of Star Standard Hotel at Mongla, Bagerhat.	প্রকল্পটি পিপিপি'র আওতায় বাস্তবায়নের জন্য গত ৩০-১১-২০১৬ তারিখ সিসিইএ-এর সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির Detail Feasibility Study (DFS) সম্পন্ন হয়েছে। জমির মালিকানা মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের বিধায় মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ হতে জমির লীজ চুক্তির বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয় এবং সে আলোকে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ হতে ৩০ (ত্রিশ) বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পাওয়া গেছে। সে আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

বৈদেশিক যোগাযোগঃ

দেশে পর্যটন শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাক্রমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে ইতোমধ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যেমন- জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO), SAARC, BIMSTEC, OIC, SASEC, UNESCAP, ACD ইত্যাদি সংস্থাগুলোর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখছে। পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন উক্ত সংস্থা কর্তৃক গত ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ সালে আয়োজিত বিভিন্ন সভা, সেমিনারে অংশগ্রহণসহ গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করছে।

২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের পর্যটন খাতে সরকারি অর্থ বরাদ্দ, ব্যয় ও অগ্রগতির বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	বরাদ্দের পরিমাণ	ব্যয়ের পরিমাণ	অগ্রগতি
২০১৮-২০১৯	৬১৬৯.০০	৪০১৮.৫৬	৬৫.১৪%
২০১৯-২০২০	৭৯০০.০০	৬৭৩৭.৬০	৮৫.২৮%

৭) বাণিজ্যিক বিভাগ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহে সেবার মান বৃদ্ধি ও উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপঃ

১. সংস্থার সকল বাণিজ্যিক ইউনিটে অতিথি/পর্যটকদের সাথে আগত শিশুদের চিত্ত বিনোদনের জন্য কয়েকটি বাণিজ্যিক ইউনিটে কিডস্ জোন স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়েছে এবং অন্যান্য ইউনিটে স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ;

২. সংস্থার বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহে কাজের গতিশীলতা, জবাবদিহিতা এবং কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত বাণিজ্যিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়;

৩. কোভিড-১৯ এ উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য অনুসরণীয় আদর্শ পদ্ধতি (SOP-Standard Operating Procedure) প্রবর্তনপূর্বক সংস্থার সকল বাণিজ্যিক ইউনিটে প্রতিপালন করা হচ্ছে;

৪. কোভিড-১৯ এর কারণে দুঃস্থ মানবতার/আর্তপীড়িতদের সেবার প্রত্যয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এবং HSBC (Hongkong Sanghai Banking Corporation)-এরআর্থিক সহায়তায় ২৪০০০ (চব্বিশ হাজার) প্যাকেট রেডি ফুড সরবরাহ করা হয়েছে;

৫. কোভিড-১৯ এ উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সরকারের ব্যয় সংকোচন নীতি অনুসরণে সংস্থার সকল বাণিজ্যিক ইউনিট পরিচালনা করা হচ্ছে;

৬. কোভিড-১৯ এ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহে স্বাভাবিক বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড জোরদার করার প্রয়াসে জুম মিটিং, অনলাইন প্রচারণা জোরদার করা হয়েছে।

৮) বিক্রয় উন্নয়ন ও জনসংযোগ

- বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০৩০ অর্জনের লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির অংশ হিসেবে পর্যটন করপোরেশন দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে বাপক এর খসড়া বিপণন নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে যা চূড়ান্তকরণ পর্যায় রয়েছে। দেশি-বিদেশি পর্যটক ও অতিথিগণকে দেশের পর্যটন সংক্রান্ত ভ্রমণ গন্তব্যের বিষয়ে জনসংযোগ বিভাগ হতে অন-লাইন ও অফ-লাইনে তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

- বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এ সংস্থার পর্যটন প্রকাশনা সামগ্রী প্রতিনিয়তই প্রেরণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর নির্মিত ডক্যুমেন্টরীসহ বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রের তথ্যসম্বলিত স্মরণিকা, পোষ্টার, ব্রোশিওর এবং অন্যান্য প্রকাশনা সামগ্রী বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহে প্রেরণ করা হচ্ছে।

সংস্থার বিপণন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে এ সংস্থার বিভিন্ন অফার সংবলিত পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বাপক এর প্রচারণামূলক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রমসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ :

গত ৩১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ ঢাকার একটি হোটেলে ইন্ডাস্ট্রিজ স্কিলস কাউন্সিলস এর সেমিনারে
সিনিয়র সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন পর্যটন মন্ত্রণালয়
অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাপক উক্ত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে।

দেশের টেকসই পর্যটন উন্নয়ন এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) এর সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বাপক এর কর্মকর্তাদের সাথে গত ০৭ আগস্ট ২০১৯ এক মতবিনিময় সভা করেন।

মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন বিভিন্ন প্রচারণামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

পর্যটনের মাধ্যমে সুখি-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বাংলাদেশের ৪৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সাভারস্থ স্মৃতিসৌধে বাপক এর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

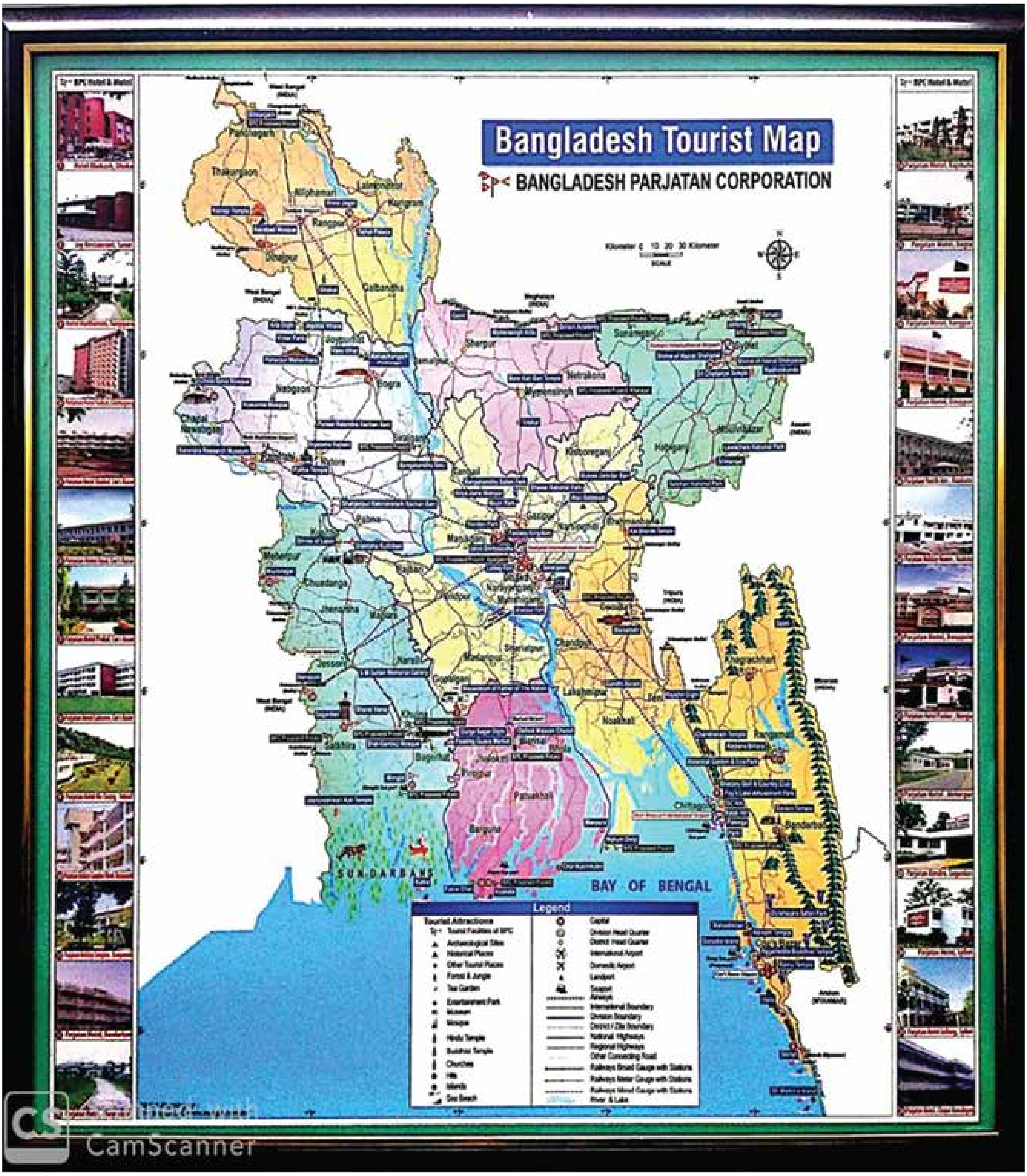

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণসমূহ এবং বিপিসি হোটেল-মোটেলের অবস্থান সম্বলিত ওয়াল ট্যুরিস্ট ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়।

কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ জনসাধারণের মধ্যে রেড ক্রিসেন্ট এবং এইচ.এস.এস.বি.সি ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিতে বাপক এর অংশগ্রহণ। এছাড়া কোভিডে-১৯ এ চিকিৎসকদের আবাসনের জন্য বাপক এর হোটেল-মোটেলগুলো উন্মুক্ত করা হয়।

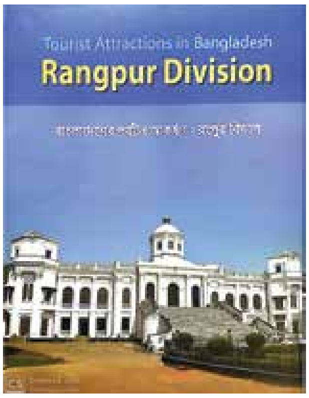

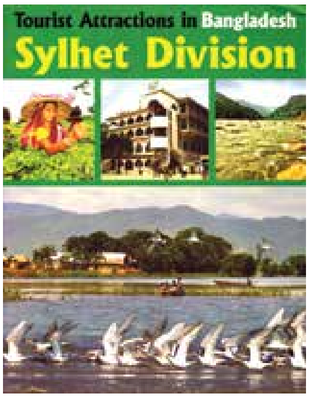

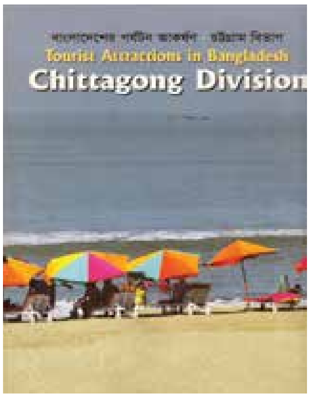

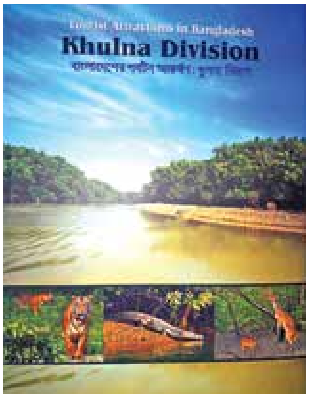

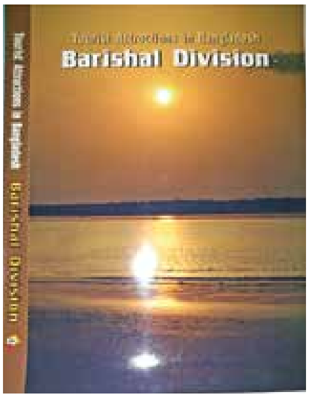

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় বাংলাদেশের সমগ্র পর্যটন আকর্ষণ সম্বলিত বিভাগওয়ারী বাপক-এর সচিত্র প্রকাশনা। ইতোপূর্বে সিলেট, চট্টগ্রাম বিভাগের উপর বই প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খুলনা ও বরিশাল এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে রংপুর বিভাগের পর্যটন আকর্ষণ সম্বলিত বই প্রকাশ করা হয়েছে।

বাপক
এর ৪৬তম
বাণিজ্যিক সম্মেলন-২০১৯
আয়োজন
করা হয়েছে।

বাপক এর
কর্মকর্তাদের জন্য
নিয়মিত প্রশিক্ষণ এর
অংশ হিসেবে শুদ্ধাচার
কৌশল প্রশিক্ষণ
আয়োজন
করা হয়।

২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাপক কর্তৃক গৃহীত বিক্রয় উন্নয়ন এবং বিপণন সংক্রান্ত কার্যক্রম

- বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর হোটেল-মোটেলসহ দেশের পর্যটন আকর্ষণসমূহ প্রচার ও বিপণনের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন এবং স্মরণিকায় ২১টি ডিসপ্লে এবং ৫১টি ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সেনা বাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌ বাহিনীর সদস্যদের বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তি মিশনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল এবং পর্যটন আকর্ষণসমূহ প্রচারের লক্ষ্যে তাঁদের চাহিদা মোতাবেক পর্যটন প্রকাশনা সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে এবং এ কাজ অব্যাহত আছে।
- চলচ্চিত্র এবং প্রকাশনা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় বাংলাদেশের বিভাগওয়ারী দেশের সকল পর্যটন আকর্ষণসমূহের উপর বাই-ল্যিঙ্গুয়াল সচিত্র প্রকাশনার কাজ অব্যাহত রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যে সিলেট, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল এবং রংপুর বিভাগের সকল পর্যটন আকর্ষণসমূহ সম্বলিত সচিত্র বই প্রকাশ করা হয়েছে।
- বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বাংলাদশের পর্যটন আকর্ষণ এবং এ সংস্থার হোটেল-মোটেল এর ছবি সংবলিত ওয়াল সাইজ ট্যুরিস্ট ম্যাপ প্রস্তুত করে জেলা প্রশাসন বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- নতুন আঙ্গিকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহের হালনাগাদ তথ্য সন্নিবেশনের মাধ্যমে Explore the culture & Heritage of Bangladesh শীর্ষক Visit Bangladesh ব্রোশিওর মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যা দেশ-বিদেশে অনুষ্ঠিত মেলায় দর্শনার্থীদের মধ্যে শুভেচ্ছাস্বরূপ বিতরণ করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর-এর উপর তথ্যভিত্তিক প্রচারণামূলক ব্রোশিওর বাংলায় ও ইংরেজীতে প্রকাশ করে এবং তা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ভিজিট বাংলাদেশ উপলক্ষে দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার প্রয়াসে 'হৃদয়ের রংধনু-Life in Rainbow নামক ১০ (দশ) মিনিটের ইতোমধ্যে তৈরীকৃত প্রামাণ্য চিত্রটি অন-লাইনে প্রচার করা হয়েছে।
- বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ ও যথাসময়ে সংস্থায় আয়োজিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ও খবর প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৯) ডিউটি ফ্রি অপারেশনস (ডি.এফ.ও) -এর সম্পাদিত কার্যক্রম

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীনে বিদেশগামী এবং প্রত্যাগত বিমান যাত্রীদের জন্য ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর তেজগাঁও বিমান বন্দরে প্রথম শুল্কমুক্ত বিপণী উদ্বোধন করা হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর চালু হবার পর পর্যায়ক্রমিক বাণিজ্যিক প্রসারের প্রেক্ষিতে আগমন, বহির্গমন ও ট্রানজিট লাউঞ্জে পৃথক তিনটি বিপণী চালু করা হয় এবং একই বিমান বন্দরে ট্রানজিট যাত্রীসহ ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষামান যাত্রীদের আপ্যায়নের সুবিধার্থে ১লা জানুয়ারি ১৯৮১ হতে স্ন্যাকস্ কর্ণার চালু হয়। অপরদিকে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের জন্য ১৯৯০ সালে একটি শুল্কমুক্ত বিপণী (আগমন) এবং পরবর্তীতে ২০০৪ সালে ১১ই মে শুল্কমুক্ত বিপণী (বহির্গমন) চালু করা হয়। এছাড়াও চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিগত ০৭-০৮-২০০৩ তারিখে শুল্কমুক্ত বিপণী (বহির্গমন/আগমন ও স্ন্যাকস কর্ণার) চালু করা হয়। সর্বশেষ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ট্রানজিট যাত্রীগণের সুবিধার্থে ট্রানজিট লাউঞ্জে ড্রিংকস কর্ণার চালু করা হয়। সে মোতাবেক বিদেশগামী যাত্রীদের সেবা প্রদান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে দেশের তিনটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীনে শুল্কমুক্ত বিপণী ও স্ন্যাকস কর্নার বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

শুল্কমুক্ত বিপণীতে বিক্রয়যোগ্য মালামালের বিবরণ

বিপণীতে বিক্রয়কৃত পণ্যসমূহঃ

আমদানীকৃত পণ্যঃ বিদেশ হতে আমদানীকৃত বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সিগারেট, হুইস্কি, ভদকা, রাম, জিন, ওয়াইন, বিয়ার, বিভিন্ন ধরনের চকলেট, সানগ্লাস, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের পারফিউম (গুড়ো দুধ, ফ্লেবার ড্রিংকস) কসমেটিকস, টয়লেট্রিজ, ওয়াশিং সামগ্রী ইত্যাদি।

স্থানীয় পণ্যঃ মুক্তার তৈরী অলংকার, সিল্ক শাড়ী, জামদানী শাড়ী, কাতান শাড়ী, টাঙ্গাইল তাঁতের শাড়ী, খদ্দরের পোষাক, ফতুয়া, পাঞ্জাবী, সেলওয়ার-কামিজ, শাল, নকশী কাঁথা, নকশী করা বেডশীট, গ্রামীন চেকের পোষাক, বিভিন্ন ধরনের পাট ও চামড়ার ব্যাগ, মনোমুগ্ধকর বিভিন্ন ধরনের সুভেনিয়র ও শোপিস এবং আরো অনেক হস্তশিল্প পণ্য, তৈরী পোষাক সামগ্রী ইত্যাদি।

জব্দকৃত পণ্য ঃ সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জব্দকৃত মদ্য জাতীয় পানীয় ও সিগারেট নির্ধারিত মূল্যে সংগ্রহ করে সংস্থার ধার্য মূল্য অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশগামী বহির্গমন যাত্রীদের নিকট বিক্রয় করা হয়।

ডিউটি ফ্রি অপারেশনস এর বিগত ৫ বছরের নীট লাভের বিবরণী

লক্ষ টাকায়

আর্থিক বছর	মোট আয়	মোট ব্যয়	করপূর্ব লাভ/ক্ষতি
২০১৫-১৬	৩৪০৩.৩২	২৬১৪.৩৪	৭৮৮.৯৮
২০১৬-১৭	৩৮৮৮.৭৬	২৯১২.০০	৯৭৬.৭৬
২০১৭-১৮	৪৪৮৫.০৪	৩২১১.২২	১২৭৩.৮২
২০১৮-১৯	৩৪৩৩.৬৭	২৬১৩.২৬	৮২০.৪১
২০১৯-২০	৩১০০.৩০	২৪৫৩.৭৭	৬২৯.৪৯

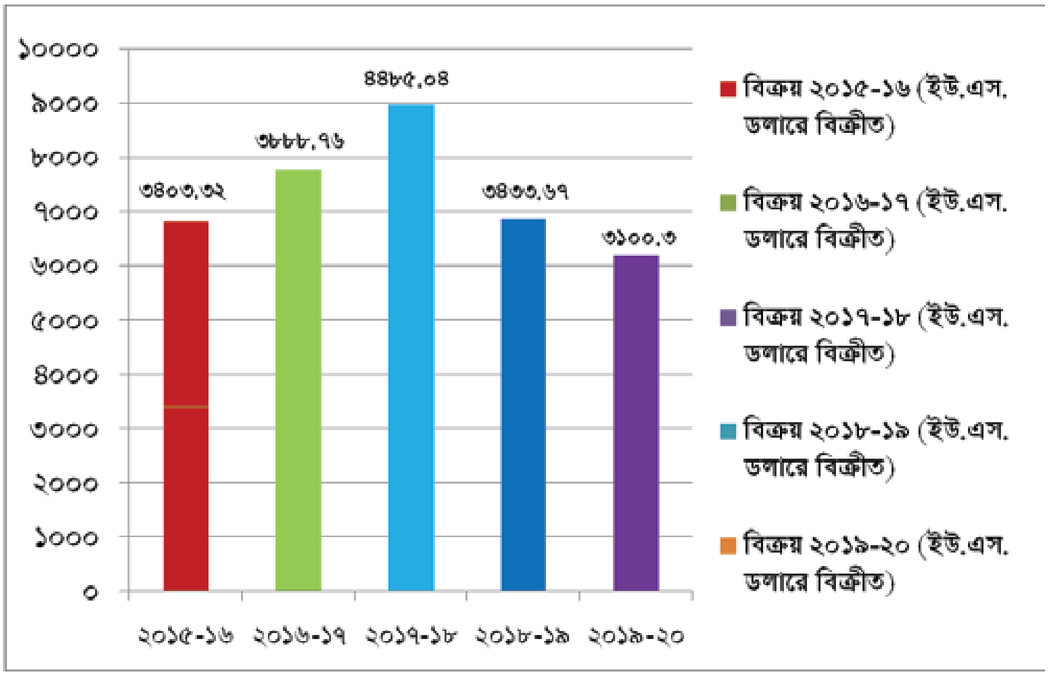

বিগত ৫ অর্থবছরের আমদানিকৃত পণ্যের বিক্রয় প্রতিবেদন

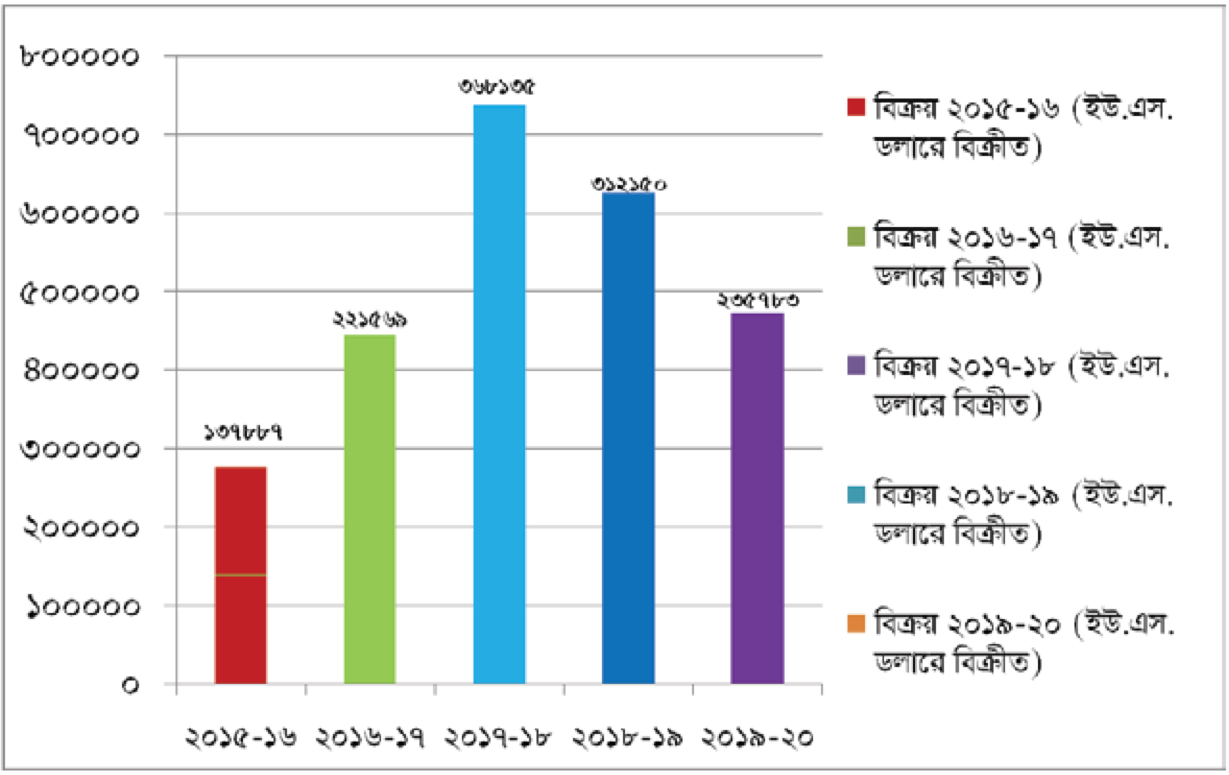

বিগত ৫ অর্থবছরের স্থানীয় পণ্যসমূহের বিক্রয় প্রতিবেদন

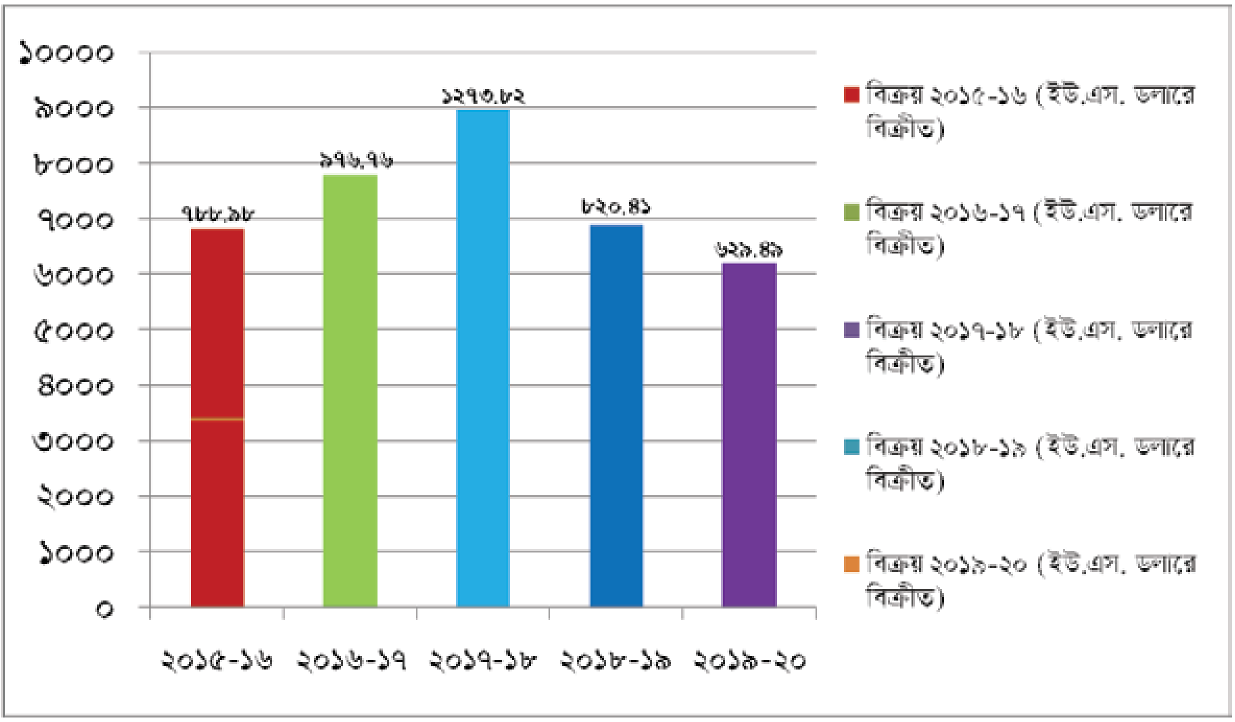

বিগত ৫ অর্থবছরের নীট মুনাফার প্রতিবেদন

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সম্ভাবনা

- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে নির্মিত তৃতীয় টার্মিনালে শুল্কমুক্ত বিপণী ও স্ন্যাকস কর্ণার স্থাপন;
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের নবনির্মিত অভ্যন্তরীণ ভবনে পর্যটন লাউঞ্জ নির্মাণ করা হবে;
- কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে শুল্কমুক্ত বিপণী ও স্ন্যাকস কর্ণার স্থাপন;
- চট্টগ্রামের হযরত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে নতুন করে আরো একটি স্ন্যাকস কর্ণার স্থাপন;
- সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে নতুন করে একটি স্ন্যাকস কর্ণার স্থাপন;
- বেনাপোল স্থলবন্দরে শুল্কমুক্ত বিপণী চালু করণ;
- ডিপ্লোম্যাটস এন্ড প্রিভিলেজড পারসন্স ট্যাক্স ফ্রি পুনরায় চালু করা;
- যাত্রী চাহিদা অনুযায়ী যুগোপযোগী পণ্য আমদানী ও পণ্যের বহুমুখীকরণ।

১০) মুজিববর্ষ উদযাপন এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- ✓ মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে সংস্থার প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন ইউনিটে কাউন্টডাউন ক্লক স্থাপন করা হয়েছে। ১৭ মার্চ প্রধান কার্যালয়ে ফেস্টুন, ব্যানার সংযুক্ত করা হয়েছে;
- ✓ মুজিববর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে বাপক এর হোটেল-মোটেলসমূহে বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসে রেয়াত প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- ✓ মুজিববর্ষ উদযাপন কমিটির সুপারিশ এবং গাইডলাইন অনুযায়ী এ সংস্থার ই-নথি, প্যাড এবং অন্যান্য প্রকাশনা সমাগ্রীতে মুজিববর্ষের লোগো সংযোজন করা হয়েছে;
- ✓ মুজিববর্ষ লোগো সম্বলিত স্যুভিনিয়ার (৫০০ গেঞ্জি, ৫০০ মগ) তৈরী করা হয়েছে;
- ✓ যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৫ আগস্ট ২০১৯ শোক দিবস পালনের অংশ হিসেবে ধানমন্ডিস্থ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ এবং বাপক এর প্রধান কার্যালয়ে দোয়া-মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে;
- ✓ গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ 'বিজয়ের মাসে চলো বঙ্গবন্ধুর জন্মভূমিতে' শীর্ষক প্যাকেজ ট্যুরের আয়োজন করা হয়েছে;
- ✓ পর্যটন স্থাপনায় ধূমপানমুক্ত রাখার করণীয় বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত কৌশলপত্রের উপর বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এবং আহছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে গত ১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ Orientation for Tobacco free Hospitality Sector কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।
- ✓ পর্যটন বিচিত্রার উদ্যোগে গত ২৬-২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত ৮ম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ারে অংশগ্রহণ এবং 'ট্যুরিজম এন্ড ডিজিটাল টেকনোলজি' শীর্ষক সেমিনার এর আয়োজন করা হয়েছে;
- ✓ গত ২৬-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বাপক এর উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে;
- ✓ কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাবের ফলে বাপক এর ইউনিটগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা বাস্তবায়নসহ সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালন করে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড তদারকি করার জন্য নিয়মিত জুম মিটিং করা হয়েছে;
- ✓ বগুড়া পর্যটন আকর্ষণ এবং পর্যটন মোটেল এর উপর একটি ভিডিওগ্রাফী প্রণয়ন করা হযেছে;
- ✓ পর্যটনের মাধ্যমে সুখি-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বাংলাদেশের ৪৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সাভারস্থ স্মৃতিসৌধে বাপক এর পুস্পমাল্য অর্পণ করা হয়েছে;
- ✓ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরস্থ শুল্কমুক্ত বিপনী (আগমন) আন্তর্জাতিকমানে সজ্জিতকরণ করা হয়েছে।
- ✓ দেশি-বিদেশি যাত্রীদের অধিকতর সেবা প্রদানের নিমিত্ত বহির্গমন লাউঞ্জে আন্তর্জাতিকমানের কফি সপ স্থাপন করা হয়েছে।

১১) ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা :

- কক্সবাজারস্থ খুরুশকুলে শেখ হাসিনা টাওয়ারসহ ট্যুরিস্ট জোন স্থাপন;
- কক্সবাজার হোটেল লাবণ্য নির্মাণ;
- বাপক এর রাজশাহী পর্যটন হোটেল কমপ্লেক্স-এ আধুনিকমানের হোটেল নির্মাণ;
- বাপক মহাখালীস্থ প্রধান কার্যালয়ের ভবনের স্থলে বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ;
- প্রশিক্ষণ সুবিধাদিসহ বরিশাল জেলায় পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ ;
- কক্সবাজারস্থ মোটেল প্রবালের জায়গায় পাঁচ তারকা মানের হোটেল নির্মাণ;
- দেশের অভ্যন্তরে পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকায় ট্যুর পরিচালনার লক্ষ্যে ট্যুরিস্ট কোচ সংগ্রহ;
- পার্বত্য জেলাসমূহের বিভিন্ন স্থানে ক্যাবল কারসহ ওয়াটার রাইডস বিনোদনমূলক পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা

সমীক্ষা;

- বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বিদ্যমান স্থাপনাসমূহের আধুনিকায়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- পায়রা বন্দর এলাকায় পরিবেশ বান্ধব পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই;
- মহেশখালীর মাতারবাড়িতে আন্তর্জাতিকমানের পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণ;
- হবিগঞ্জে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন;
- রাঙ্গামাটিস্থ ঝুলন্তব্রীজ পুনঃনির্মাণ;
- বাংলাদেশের বিভিন্নপর্যটন আকর্ষণীয় স্থানসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও সংযোগ সড়ক উন্নয়ন;
- কক্সবাজারস্থ মোটেল লাবণী স্থলে আন্তর্জাতিকমানের হোটেল নির্মাণ;
- সাতক্ষীরা জেলার মুন্সিগঞ্জে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ।

১২) উপসংহার:

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ১৯৭২ সালে সদ্যস্বাধীন দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য উদ্যোগী এবং নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালন করেছে। তখন থেকে এ সংস্থা কখনো সরকারি বরাদ্দে আবার কখনো নিজস্ব আয় থেকে এদেশে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। এ সংস্থার একদিকে নিজের বাণিজ্যিক লাভ এবং অন্যদিকে নিজস্ব আয় থেকে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের ক্রমবর্ধমান চাহিত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সংস্থার বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ করতে হচ্ছে। এ দায়বদ্ধতা থেকে সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন পরিচালিত বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহের আয় থেকে জাতীয় রাজস্ব খাতে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য পরিমান অর্থ জমা প্রদান করা হয়। নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্মত অতিথি সেবার পাশাপাশি বাপক-এর বাণিজ্যিক ইউনিটগুলো বর্তমান কোভিড-১৯ মহামারীকালীন করোনা যুদ্ধের সম্মুখ যুদ্ধের যোদ্ধা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সেবা প্রদানসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাভাবিক সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারের নির্দেশনা প্রতিপালন করে এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা ও অতিথি সেবার মাধ্যমে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান হিসেবে সফলতার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি এ সংস্থার অর্জিত অর্ধ-শতাব্দির অভিজ্ঞতা এবং ইনোভোশনের মাধ্যমে এদেশের পর্যটন শিল্প ভবিষ্যতে কাঙ্খিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে এবং জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বংলা বাস্তবে রূপ নিবে।

সংযোজনী-১ঃ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহের বর্ণনাঃ

১। হোটেল অবকাশ, মহাখালী, ঢাকা ঃ

১৯৭৪ সালে এডিপি ও সংস্থার অর্থায়নে ০.৭৬৮০ একর জমিতে হোটেল অবকাশ এবং জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই) নির্মাণ করা হয়। হোটেলটি একটি এ্যাপ্লিকেশন হোটেল হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্ট প্রদানের পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ৩৪ কক্ষ বিশিষ্ট হোটেলটিতে বর্তমান ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।(২২টি এসি ডিলাক্স ও ১৩টি স্টান্ডার্ড এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ (মালঞ্চ রেস্তোরাঁ), ১৫০ আসন বিশিষ্ট একটি এসি ব্যাঙ্কুয়েট হল, ৪০ আসন বিশিষ্ট একটি এসি কনফারেন্স হল, ২০ আসন বিশিষ্ট একটি কফি সপ ও একটি পেস্ট্রি এন্ড বেকারী শপ বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

২। হোটেল সৈকত, চট্টগ্রাম ঃ

চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন ১.৩৬৭ একর জায়গার উপর ১৯৭৮ সালে মোটেল সৈকতের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। হোটেল সৈকতের মূল ভবনটি পুরাতন হওয়ায় ২০০৩ সালে সেটি ভেঙ্গে ফেলা হয়। একই স্থানে গত ৩ মে ২০১৬ তারিখে হোটেল সৈকত-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৫৩ কক্ষের হোটেলটিতে ১টি ইন্টারন্যাশনাল স্যুইট রুম, ০৭টি এসি স্যুইট রুম, ৬১ এসি ডিলাক্স কুইন রুম, ৬৪টি এসি স্ট্যান্ডার্ড টুইন/কুইন বেড ও ২০টি নন-এসি টুইন/কুইন কক্ষ রয়েছে। তাছাড়া, ৩০০ আসন বিশিষ্ট ২টি কনফারেন্স হল, ১০০ ও ৫০ আসন বিশিষ্ট দুটি মিনি কনফারেন্স হল, ১০০ আসন বিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ, জিমনেশিয়াম, লন্ড্রী ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত কার পার্কিং সুবিধা আছে।

৩। হোটেল শৈবাল, কক্সবাজার ঃ

কক্সবাজারস্থ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের ২.৮২ একর জায়গার উপর ১৯৮৩ সালে তিনতলা বিশিষ্ট হোটেল শৈবাল নির্মিত হয়। ২৪ কক্ষের হোটেলটিতে ২টি রয়েল এসি স্যুইট কক্ষ, ২০টি এসি টুইন বেডেড ডিলাক্স কক্ষ এবং ২টি স্ট্যান্ডার্ড কক্ষ রয়েছে। হোটেলটিতে ১০০ আসন বিশিষ্ট একটি কনফারেন্স হল ও ১৩০ আসন বিশিষ্ট উন্নতমানের **'সাগরিকা রেস্তোরাঁ'** রয়েছে। তাছাড়া, অন্যান্য সুবিধাদির মধ্যে গলফ্ বার, হোটেল থেকে সী বিচ পর্যন্ত ওয়াকওয়ে এ হোটেলের নিয়ন্ত্রণাধীন। চিত্ত বিনোদনের জন্য হোটেলের সম্মুখে ঘাট বাঁধানো একটি বিশাল পুকুর রয়েছে।

৪। মোটেল প্রবাল, কক্সবাজার ঃ

কক্সবাজারস্থ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের ৮.২৭ একর জায়গার উপর তিনতলা বিশিষ্ট **'পর্যটন মোটেল প্রবাল'** এর ভবন ১৯৬২-৬৩ সালে নির্মিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে এটি বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড-এর নিকট থেকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে হস্তান্তর করা হয়। সে সময় থেকে এ মোটেলের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ৩৮ কক্ষের মোটেলটিতে ৮টি টুইন বেড এসি, ৩০টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ১২টি ডরমিটরী ও ৯টি ইকোনমি কক্ষ আছে। উন্নত অতিথি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ হোটেলের নিয়ন্ত্রণাধীনে ৫টি হানিমুন কটেজ আছে। এখানে ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ রয়েছে।

৫। মোটেল উপল, কক্সবাজার ঃ

কক্সবাজারস্থ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের ৫.১০ একর জায়গার উপর তিনতলা বিশিষ্ট **'পর্যটন মোটেল উপল' এর ভবন** ১৯৬২-৬৩ সালে নির্মিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে এটি বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড-এর নিকট হতে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। সে সময় থেকে এ মোটেলের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ৩৮ কক্ষ বিশিষ্ট মোটেলটিতে ১৮টি এসি টুইন বেড, ২০টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। ১টি ডরমিটরী কক্ষ ও ১টি ৫০ আসনের রেস্তোরাঁও রয়েছে। উন্নত অতিথি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ হোটেলের নিয়ন্ত্রণাধীনে ৫টি লাক্সারী কটেজ আছে। এছাড়া, বাংলাদেশ বিমান-এর কক্সবাজারস্থ অফিস এবং ১টি ট্রাভেল এজেন্সীর অফিস এ মোটেলে অবস্থিত।

৬। মোটেল লাবণী, কক্সবাজার ঃ

কক্সবাজারস্থ মোটেলটি ২.৪৮ একর জায়গার উপর অবস্থিত। সৈকত নিকটবর্তী হওয়ায় এ মোটেলের নামানুসারে লাবণী পয়েন্টের নামকরণ করা হয়েছে। ১৯৯৮ সালে নির্মিত মোটেলটির মূল ভবনে মোট ৬০টি কক্ষ রয়েছে। এর মধ্যে ২০টি এসি টুইন কক্ষ, ৩৭টি নন-এসি টুইন বেডেড ও ২৩টি নন-এসি কাপল বেডেড কক্ষ রয়েছে। ৮০ আসন বিশিষ্ট রেস্তোরাঁ ও ৬০ আসন বিশিষ্ট কনফারেন্স হল আছে। এছাড়াও ১৯৮১-৮২ সালে লাবণী ইয়ূথ ইন নামে একটি ডরমিটরী নির্মাণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ভবনটি ভেঙ্গে অপর একটি ভবন তৈরী করা হয়। ভবনটিতে ১৮টি এসি, ১৭টি নন-এসি ও ৫টি কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৭। হোটেল নেটং, টেকনাফ ঃ

কক্সবাজার থেকে ৮৩ কিঃমিঃ দূরে টেকনাফ উপজেলার নিকটবর্তী একটি নির্জন পরিবেশে কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কের ডানপাশে ২.০০ একর জায়গার হোটেলটির অবস্থান। ২০০০ সালে হোটেল নেটং-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। ১৫ কক্ষ বিশিষ্ট আধুনিক মানের হোটেলটিতে ১টি স্যুইট, ৪টি টুইন বেড এসি ও ১০টি টুইন বেড নন-এসি কক্ষ রয়েছে। হোটেলটিতে উন্নতমানের ৫০ আসন বিশিষ্ট 'মাথিন' রেস্তোরাঁ রয়েছে।

৮। পর্যটন মোটেল, বান্দরবান ঃ

৭.০০ একর জায়গার উপর ২০০৩ সালে নির্মিত তিনতলা বিশিষ্ট পর্যটন মোটেল, বান্দরবান-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। শহরের প্রবেশমুখে মেঘলা পর্যটন কেন্দ্রের সম্মুখে মোটেল বান্দরবান অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে পাহাড়ের উপর অবস্থিত। মোটেলটির ২৬টি কক্ষের মধ্যে ১টি রয়েল এসি স্যুট, ৩টি এসি ডিলাক্স, ৭টি এসি টুইন বেড ও ১৫টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ১০০ আসন বিশিষ্ট ১টি এসি কনফারেন্স হল ও ৫০ আসন বিশিষ্ট ১টি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ রয়েছে।

৯। পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, রাঙ্গামাটি ঃ

২৮.৩২ একর জমিতে ডিয়ার পার্ক নামীয়স্থানে পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, রাঙামাটি অবস্থিত। প্রাথমিকভাবে একটি দ্বিতল মোটেলে ১৯৭৮ সালে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। এ পুরাতন মোটেলটিতে ১৯টি কক্ষ রয়েছে যার মধ্যে ৯টি এসি টুইন বেড, ৩টি এসি কাপল বেড ও ৭টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ আছে। মানসম্মত ৪টি কটেজ রয়েছে। মোটেল চত্ত্বরে ২টি আকর্ষণীয় ট্রাইবাল কটেজও নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৩ সালে নতুন ভবন নির্মাণ করে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। লিফট্ সমৃদ্ধ নির্মিত ভবনে ৪৯টি কক্ষ রয়েছে যার মধ্যে ২টি এসি স্যুইট রুম, ১৪টি এসি টুইন বেড, ৭টি এসি কাপল বেড ও ২৬টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। ১০০ আসন বিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ, ১টি ফাস্ট ফুড কর্ণার, গার্ডেন রেস্তোরাঁ, স্বল্প পরিসরে শিশু বিনোদন পার্ক, কনফারেন্স হল, ট্যুরিস্ট রিক্যুইজিট শপ, অডিটোরিয়াম (সংস্কারাধীন) রয়েছে। চিত্তাকর্ষণের জন্য লেকের উপর দুটি পাহাড়ের সংযোগস্থলে ১টি ঝুলন্ত ব্রীজ রয়েছে যা কমপ্লেক্সের অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ। এছাড়া অতিথিদের লেকে ভ্রমণের জন্যে ১৬ আসন বিশিষ্ট ২টি ইঞ্জিন বোট আছে।

১০। পর্যটন মোটেল, খাগড়াছড়ি ঃ

৬.৫০ একর জায়গার উপর ২০০৩ সালে নির্মিত তিনতলা বিশিষ্ট পর্যটন মোটেল, খাগড়াছড়ির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। মোটেলটি খাগড়াছড়ি শহরের প্রবেশ মুখে চেঙ্গী নদীর তীরে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। মোটেলটিতে ২৫টি কক্ষের মধ্যে ১টি এসি স্যুইট, ১১টি এসি টুইন বেড ও ১৩টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ১০০ আসন বিশিষ্ট ১টি এসি কনফারেন্স হল ও ৫০ আসন বিশিষ্ট ১টি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ রয়েছে।

১১। পর্যটন মোটেল, সিলেট ঃ

সিলেট শহর থেকে প্রায় ৭ কিঃমিঃ দূরে বিমান বন্দর সড়কের বড়শলা নামক স্থানে সিলেট ক্যাডেট কলেজ ও ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাঝামাঝি জায়গায় ২৭.০০ একর জমির উপর পর্যটন মোটেল, সিলেট অবস্থিত। ১৯৯৪ সাল থেকে মোটেলটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ২৮ কক্ষ বিশিষ্ট মোটেলটিতে ০৫টি এসি কাপল/কুইন, ১০টি এসি টুইন বেড ও ১৩টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। এখানে ৬০ আসন বিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ এবং ১০০ আসন বিশিষ্ট ১টি কনফারেন্স হল রয়েছে। মোটেলটিতে ১টি ইকোপার্ক, চিলড্রেন্স মিনি পার্ক ও ২টি ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে।

১২। পর্যটন মোটেল জাফলং, সিলেট

সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলাধীন জাফলং গুচ্ছ গ্রাম মেইন রোডের পশ্চিশ পার্শ্বে ৪.৫০ একর জমি নিয়ে ১৩ জানুয়ারি ২০১৫ সালে তিনতলা ভবন নির্মাণের মাধ্যমে পর্যটন মোটেল জাফলং-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। মোটেলটিতে মোট ৪টি আবাসিক কক্ষ রয়েছে। যার মধ্যে এসি টুইন বেড ৩টি এবং এসি কাপল বেড ১টি। ভবনের দ্বিতীয় তলায় অতিথিদের জন্য ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি রেস্তোরাঁ আছে।

১৩। পর্যটন মোটেল, দিনাজপুর ঃ

১.১৫ একর জায়গার উপর ১৯৯৮ সালে নির্মিত দ্বিতল ভবনে পর্যটন মোটেল, দিনাজপুর-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে দুই দফায় ঊর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে বর্তমানে ৪তলা বিশিষ্ট মোটেলে পরিণত হয়েছে। মোটেলটিতে ক্যাপসুল লিফট্ স্থাপন করা হয়েছে। মোটেলটিতে এসি ডিলাক্স কক্ষ ১২টি, ৬টি এসি টুইন বেড কক্ষ ও ২টি নন-এসি ইকোনমি কক্ষ এবং ৩০ আসন বিশিষ্ট একটি রেস্তোঁরা রয়েছে।

১৪। পর্যটন মোটেল, রংপুর ঃ

২.০০ একর জায়গার উপর ১৯৯০ সালে নির্মিত দুইতলা বিশিষ্ট পর্যটন মোটেল, রংপুর-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ৩৪ কক্ষের মোটেলটিতে ২টি ভিআইপি স্যুইট, ৩২টি এসি ডিলাক্স, ৪টি ইকোনমি কক্ষ, ৫০ আসন বিশিষ্ট ১টি রেস্তোরাঁ এবং ১৫০ আসন বিশিষ্ট ১টি কনফারেন্স হল রয়েছে।

১৫। পর্যটন মোটেল, রাজশাহী ঃ

২.০০ একর জায়গার উপর ১৯৭৯ সালে নির্মিত রাজশাহীর তিনতলা পর্যটন মোটেলের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। মোটেলটিতে ৪৯টি কক্ষের মধ্যে ৫টি ভিআইপি স্যুইট, ২টি এসি থ্রি বেড, ১০টি এসি টুইন বেড, ৯টি এসি কাপল বেড, ২৩টি এসি সিঙ্গেল কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ৬ শয্যার একটি ইকোনমি কক্ষ আছে। মোটেলটিতে ১০০ আসন বিশিষ্ট একটি কনফারেন্স হল এবং ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ ও একটি ট্যুরিস্ট রিক্যুইজিট শপ আছে।

১৬। পর্যটন মোটেল, বগুড়া ঃ

২০০৩ সালে পুরাতন মোটেলটি ভেঙ্গে ১.০০ একর জায়গার উপর তিনতলা বিশিষ্ট পর্যটন মোটেল, বগুড়া নির্মাণপূর্বক বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। মানসম্মত মোটেলটিতে ২৮টি কক্ষ রয়েছে যার মধ্যে ২টি এসি

স্যুইট, ৫টি এসি কাপল বেড ও ২১টি এসি টুইন বেড। মোটেলটিতে ৬০ আসন বিশিষ্ট উন্নতমানের ০১টি রেস্তোরাঁ, ৩৫০ আসনবিশিষ্ট এসি কনফারেন্স হল, ৩০ আসন বিশিষ্ট কফি শপ ও ১টি ট্যুরিস্ট রিক্যুইজিট শপ আছে।

১৭। পর্যটন মোটেল, বেনাপোল ঃ

যশোর-বেনাপোল সড়কে বেনাপোল স্থলবন্দরের জিরো পয়েন্টের ২.২৫ কি.মি. অগ্রভাগে পর্যটন মোটেল, বেনাপোল-এর অবস্থান। মোটেলটি ২০০৩ সালে ১.০০ একর জায়গার উপর তিনতলা বিশিষ্ট ভবনে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। ২০ কক্ষ বিশিষ্ট মোটেলটিতে ১টি স্যুইট, ৯টি এসি টুইন বেড ও ৭টি নন-এসি টুইন বেড ও ৪ শয্যা বিশিষ্ট ৩টি ডরমিটরী রুম রয়েছে। এছাড়া, ৫০ আসন বিশিষ্ট ১টি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ, ২৫ আসন বিশিষ্ট নন-এসি কনফারেন্স হল, পর্যাপ্ত ওয়াশ রুম ও বিস্তৃত পরিসরে গাড়ী পার্কিং সুবিধা রয়েছে।

১৮। হোটেল পশুর, মংলা ঃ

বাংলাদেশের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর মংলায় পশুর নদীর তীরে ৩.০০ একর জায়গায় হোটেল পশুর অবস্থিত। জায়গাটি মংলা পোর্ট অথোরিটির নিকট থেকে ৩০ বছরের জন্য লিজ নেওয়া হয়। ২০০০ সালে দ্বিতল বিশিষ্ট হোটেল পশুর-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৬ কক্ষের হোটেলটিতে ৩টি এসি কাপল বেড, ৬টি এসি টুইন বেড ও ৬টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। তাছাড়া, ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ আছে।

১৯। হোটেল মধুমতি, টুঙ্গীপাড়া ঃ

২০০১ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান ও সমাধিস্থল গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় ১.৫০ একর জমির উপর দ্বিতল ভবনে হোটেল মধুমতির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ২২ কক্ষ বিশিষ্ট হোটেলটিতে ৪টি এসি টুইন বেড, ৫টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ ও ৪ শয্যা বিশিষ্ট ১৩টি ডরমিটরী কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ৫০ আসন বিশিষ্ট আধুনিক রেস্তোরাঁ রয়েছে।

২০। পর্যটন হলিডে হোমস্, কুয়াকাটা ঃ

১৯৯৭ সালে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের ৫.০০ একর জায়গার উপর দ্বিতল ভবনে পর্যটন হলিডে হোমস্, কুয়াকাটা'র বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৭ কক্ষ বিশিষ্ট মোটেলটিতে ১টি এসি ডিলাক্স, ৪টি এসি টুইন বেড, ৫টি নন-এসি টুইন বেড, ৬টি নন-এসি সিংগেল বেড ও ১টি ইকোনমি কক্ষ রয়েছে। ৫০ আসন বিশিষ্ট ১টি আধুনিক রেস্তোরাঁ রয়েছে। পরবর্তীতে ২.০০ একর জায়গা অধিগ্রহণ করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় কুয়াকাটা মোটেলের দক্ষিণ পার্শ্বে বৃহৎ পরিসরে নতুন ইয়ুথ ইন্ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবনে ১ এসি রয়েল ডিলাক্স, ২টি এসি টুইন, ৩টি এসি কাপল, ৪টি নন-এসি কাপল, ১০টি নন-এসি টুইন বেড, ৪ শয্যা বিশিষ্ট ১টি এসি কক্ষ, ৪ শয্যা বিশিষ্ট ৩৫টি নন-এসি কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, মোটেলটিতে ৫০ আসন রেস্তোরাঁ, ১০০ আসন বিশিষ্ট কনফারেন্স হল ও ৫০ আসন বিশিষ্ট মিনি কনফারেন্স হল আছে।

২১। পর্যটন কমপ্লেক্স, সাগরদাঁড়ি ঃ

বাংলা সনেট প্রবক্তা মহাকবি মাইকেল মধুসুদন দত্তের স্মৃতিবিজরিত যশোরের সাগরদাঁড়িতে ২০০৩ সালে ০.৫০ একর জমির উপর পর্যটন কমপ্লেক্স, সাগরদাঁড়ির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। কমপ্লেক্সটিতে ২টি আবাসিক কক্ষ ও ২৫ আসন বিশিষ্ট ১টি রেস্তোরাঁ রয়েছে।

২২। পর্যটন মোটেল, মুজিবনগর ঃ

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে ২ একর জমির উপর মোটেলটি অবস্থিত। এলাকাটি মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত। মোটেলটিতে মোট ১২টি কক্ষ আছে। এর মধ্যে এসি টুইন বেড স্যুইট কক্ষ-২টি, এসি টুইন বেড কক্ষ-৪টি, নন-এসি টুইন বেড কক্ষ-৬টি। তাছাড়া, ৬০ আসন বিশিষ্ট ১টি রেস্তোরাঁ আছে।

২৩। মাধবকুন্ড রেস্তোরাঁ, বড়লেখা, মৌলভীবাজার ঃ

১০ এপ্রিল ২০০০ সালে মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার মাধবকুন্ড জলপ্রপাতের সন্নিকটে ৫.০০ একর জমিতে ৫০ আসন বিশিষ্ট ১টি রেস্তোরাঁ নির্মাণ করে পরিচালনা করা হচ্ছে।

২৪। জয় রেস্তোরাঁ, নবীনগর, সাভার, ঢাকা ঃ

জাতীয় স্মৃতিসৌধ-এর সম্মুখে ১৯৮৬ সালে দোতলা রেস্তোরাঁটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। স্মৃতিসৌধ চালু হওয়ার সময় তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নির্দেশে এবং মন্ত্রিপরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তক্রমে রেস্তোরাঁটি পরিচালনার দায়িত্ব বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে প্রদান করা হয়। তখন থেকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন 'জয় রেস্তোরাঁ' নামকরণ করে এটি পরিচালনা করে আসছে। এখানে রেস্তোরাঁ সুবিধা ছাড়াও ১টি ফাস্ট ফুড শপ, ১টি বার-বি-কিউ ও চটপটি শপ চালু রয়েছে। এতে ১২০ আসন বিশিষ্ট রেস্তোরাঁ ও ৬০ আসন বিশিষ্ট ফাস্টফুড শপ রয়েছে। এছাড়া, ভিআইপি অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য 'বংশী' নামে একটি রেস্ট রুম আছে।

২৫। সচিবালয় এক্সিকিউটিভ ক্যাফেটেরিয়াঃ

২০১০ সালে গণপূর্ত বিভাগের চাহিদা মোতাবেক বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৬নং ভবনের নীচতলায় পশ্চিশ পার্শ্বে খালি জায়গায় ছোট্ট পরিসরে 'এক্সিকিউটিভ ক্যাফেটেরিয়া' নামে পরিচালনার জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে আহবান জানানো হয়। পরবর্তীতে ২০১৪ সালের মে মাসে কেবিনেট মিটিং-এ এক্সিকিউটিভ ক্যাফেটেরিয়া হতে খাদ্য সরবরাহের লক্ষ্যে কিচেনের পরিসর বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে ক্যাফেটেরিয়াতে ১৩৫০ বর্গফুট আয়তন এবং ৫০ জন লোক বসার ব্যবস্থা রয়েছে। ক্যাবিনেট মিটিংসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদামাফিক খাবার এখান থেকে সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া, সচিবালয়ে আগত বিভিন্ন পর্যায়ের দর্শনার্থীসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এই ক্যাফেটেরিয়া থেকে দুপুরের খাবার গ্রহণ করে থাকেন।

২৬। সংসদ ভিআইপি ক্যাফেটেরিয়াঃ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সংসদ সদস্য এবং ভিআইপিদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন 'সংসদ ভিআইপি ক্যাফেটেরিয়াটি' পরিচালনার জন্য গত ২০ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের মধ্যে একটি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। জাতীয় সংসদ ভবনের ৩য় তলায় ভিভিআইপি এবং ভিআইপিদের জন্য ১৬০ আসন এবং ৯ম তলায় সুপ্রস্থ কিচেনসহ ৫৮ আসন বিশিষ্ট সন্মানিত অতিথি ও সংসদ সচিবালয় স্টাফদের জন্য স্টাফ ক্যাফেটেরিয়া চালু আছে।

২৭। ময়ূরী ও ঈগল রেস্তোরাঁ, জাতীয় চিড়িয়াখানাঃ

মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানার অভ্যন্তরে ময়ূরী ও ঈগল নামীয় দু'টি রেস্তোরাঁ গত ৭ জুলাই ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ও জাতীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে অত্র সংস্থা পরিচালনা করছে। ময়ূরী রেস্তোরাঁয় ১৩০ আসন ও ঈগল রেস্তোরাঁয় ৭০টি আসন রয়েছে। এখানে স্ন্যাক্স, দুপুরের খাবারসহ চা, কফি ইত্যাদি পাওয়া যায়।

২৮। রেন্ট-এ-কার ও ভ্রমণ ইউনিট, ঢাকাঃ

দেশী-বিদেশী পর্যটকদের পর্যটন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে এ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ইউনিটটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের রেন্ট-এ-কার সার্ভিস এক সময় এ ক্ষেত্রে পথিকৃত হিসাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এই বিভাগের দায়িত্বে দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের বিনোদনের জন্য চন্দ্রা ও সালনায় ২টি পিকনিক স্পট, নারায়ণগঞ্জের পাগলায় এমএল শালুক নামক ৫০ জন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ট্যুরিস্ট জাহাজ ও ১টি স্পিড বোট রয়েছে। পর্যটন বর্ষের কার্যক্রমের আওতায় গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ৮টি গাড়ী রেন্ট-এ-কার ও ভ্রমণ ইউনিটে ভাড়া ও ট্যুর পরিচালনার কাজে সংযোজন করা হয়েছে।

২৯। পর্যটন মোটেল সোনা মসজিদ, চাপাইনবাবগঞ্জ ঃ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানাধীন সোনা মসজিদ এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক নির্মিত মোটেলটির নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে ঠিকাদারের নিকট থেকে বুঝে নেয়া হয়। পরবর্তীতে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে উচ্ছশৃংখল জনতা মোটেলটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। যে কারণে ঐ সময়ে মোটেলটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি। এর পূর্বে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ আনুষ্ঠানিকভাবে মোটেলটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। তিনতলা বিশিষ্ট মোটেলটিতে ৬টি এসি কাপল বেডেড কক্ষ, ৬টি এসি টুইন বেডেড কক্ষ ও ৬টি নন-এসি টুইন বেডেড কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ৪ শয্যা বিশিষ্ট ১২টি ডরমিটরী কক্ষ, ১০০ আসন বিশিষ্ট রেস্তোরাঁ ও সুপরিসর গাড়ী পার্কিং সুবিধা রয়েছে।

৩০। রুফটপ রেস্তোরাঁ, পর্যটন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকাঃ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর নব-নির্মিত প্রধান কার্যালয় 'পর্যটন ভবন'-এর ১৩তলার ছাদে আধুনিক সাজসজ্জা সম্বলিত রুফটপ রেস্তোরাঁটি অবস্থিত। এটি পরিচালনার নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান আছে।

৩১। পর্যটন বার, রাঙামাটি ঃ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, রাঙামাটি-এর নিয়ন্ত্রণাধীন বারটি ইতোপূর্বে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় লিজ চুক্তিতে পরিচালিত হলেও বর্তমানে বারটি সংস্থার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় রয়েছে কিন্তু কোন বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড নেই। বারটি পূনরায় লিজ প্রদানের নিমিত্ত দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং সর্বোচ্চ দরদাতার অনুকূলে কার্যাদেশ (এলওআই) প্রদান করা হয়েছে। লিজ প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

৩২। পর্যটন রেস্তোরাঁ, কান্তজিউ মন্দির, কাহারুল, দিনাজপুর ঃ

দিনাজপুরের কাহারুল উপজেলার ঐতিহ্যবাহী কান্তজিউ মন্দিরের সন্নিকটে পর্যটন রেস্তোরাঁ, কান্তজিউ মন্দির-এর অবস্থান। রেস্তোরাঁটি ৫০ শতাংশ জমির উপর ২৭ নভেম্বর ২০১২ সালে নির্মিত হয়। রেস্তোরাঁটি নন-এসি ৪০ আসন বিশিষ্ট। এখানে ২টি এসি রুম আছে। এছাড়া, আগত পর্যটকদের জন্য টয়লেট সুবিধা আছে। বর্তমানে রেস্তোরাঁটি দিনাজপুর মোটেলের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

৩৩। চন্দ্রা পিকনিক স্পট, কালিয়াকৈর, গাজীপুরঃ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত চন্দ্রা পিকনিক স্পটটি বন অধিদপ্তরের ২.১৯ একর জায়গার উপর স্থাপিত। স্পটটি দীর্ঘকাল ধরে পিকনিক স্পট হিসেবে এ সংস্থার অধীনে পরিচালিত হলেও গত ২০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে এ স্থানটিতে পর্যটকদের অধিকতর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে উন্নয়ন, আধুনিকায়ন ও পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এ স্থানে বর্তমানে রেস্তোরাঁ, বিশ্রামাগার, টয়লেট সুবিধা, শিশুদের বিনোদন ব্যবস্থা ইত্যাদি সুবিধাদি প্রবর্তন করা হয়েছে।

বেসরকারি ব্যবস্থাপনা চুক্তির অধীনে পরিচালিত বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহ ঃ

১। সাকুরা রেস্তোরাঁ ও বার, শাহবাগ, ঢাকা ঃ

সাকুরা রেস্তোরাঁ ও বারটি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার জন্য মেসার্স আসিফ ট্রেডার্স নামীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে বিগত ১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে চুক্তিটি পুনরায় আগামী ১০ (দশ) বছরের জন্য বার্ষিক ৯০,০০,০০০.০০ (নব্বই লক্ষ) টাকায় ৭.৫% বৃদ্ধিতে নবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে বার্ষিক ১,০৪,০১,০০০.০০ টাকা অগ্রীমভাবে পরিশোধ করে যাচ্ছে।

২। রুচিতা রেস্তোরাঁ ও বার, মহাখালী, ঢাকা ঃ

রুচিতা রেস্তোরাঁ ও বারটি মেসার্স নেষ্ট নামীয় প্রতিষ্ঠানের নিকট বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার নিমিত্ত গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তিটি গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বার্ষিক ১,০৪,৪২,৩০০.০০ টাকায় নবায়ন করা হয়েছে যা প্রতি বছর ৭.৫% হারে বৃদ্ধি পাবে। প্রিমিয়াম নিয়মিত পরিশোধ করছে।

৩। বগুড়া বার, পর্যটন মোটেল, বগুড়া ঃ

বগুড়া মোটেল সংলগ্ন বগুড়া বারটি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার জন্য মেসার্স ট্র্যান্ডস্যাটারস নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে বার্ষিক প্রিমিয়াম ৩৫,৫০,০০০/-(পঁয়ত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকায় ৫ বছরের জন্য (৭.৫% বৃদ্ধিতে) একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে গত ১ জুলাই ২০১৬ তারিখ হস্তান্তর করা হয়েছে। ২৫-৩০ আসন বিশিষ্ট বারটি ০.০৫৬৫ একর জমির উপর ৪৫০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট। বর্তমানে ৫ম বার্ষিক প্রিমিয়াম বাবদ ৪৪.১০ লক্ষ পরিশোধের বিষয়টি আসন্ন হলেও কোভিড-১৯ এর কারণে ওয়েভার চেয়ে আবেদন করেছে যা প্রক্রিয়াধীন আছে।

৪। রাজশাহী বার, পর্যটন মোটেল, রাজশাহী ঃ

রাজশাহী মোটেল সংলগ্ন রাজশাহী বারটি বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার নিমিত্ত মেসার্স ট্র্যান্ডস্যাটারস নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে বার্ষিক প্রিমিয়াম ১৫,৫০,০০০.০০ টাকায় ৫ বছরের জন্য (বার্ষিক ৭.৫% বৃদ্ধিতে) লীজ চুক্তি স্বাক্ষর করে গত ১ মে ২০১৬ তারিখে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি বার্ষিক প্রিমিয়াম নিয়মমাফিক পরিশোধ করছে।

৫। মংলা বার, হোটেল পশুর, মংলা ঃ

বাপক-এর মালিকানাধীন হোটেল পশুর, মংলা চত্বরেও নির্মিত বারটি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার জন্য মেসার্স মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী-এর সাথে বার্ষিক ১২,২০,০০০.০০ টাকা প্রিমিয়ামে (বার্ষিক ৭.৫% বৃদ্ধিতে) ৫ বছরের জন্য ৪ মার্চ ২০১৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। পাঁচ বছর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় বার্ষিক ১৮.৩৩ লক্ষ টাকায় পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নবায়নের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সদয় অনুমোদন প্রদান করেছেন।

৬। সিলেট বার, সিলেট ঃ

সিলেট পর্যটন মোটেল চত্বরে নির্মিত বারটি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার জন্য মেসার্স এস এ এস ট্রেডার্স নামীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে বার্ষিক ২১,০০,৫০০.০০ টাকায় (বার্ষিক ৭.৫% বৃদ্ধিতে) ৫ বছরের জন্য গত ১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি ৫ম বছরের প্রিমিয়ামের শেষ ২ কিস্তি কোভিড-১৯ এর কারণে পরিশোধ করেনি এবং চুক্তি নবায়নের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে যা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রক্রিয়াধীন আছে।

৭। মেরী এন্ডারসন ভাসমান রেস্তোরাঁ ও বার, পাগলা, নারায়ণগঞ্জ ঃ

বাপক-এর মালিকানাধীন নারায়ণগঞ্জস্থ পাগলায় অবস্থিত মেরী এন্ডারসন ভাসমান রেস্তোরাঁ ও বারটি অগ্নিকাণ্ডে ভস্মিভূত হওয়ার পর শুধুমাত্র লাইসেন্সটি মেসার্স সোনারগাঁও ট্যুরিজম লিমিটেড-এর মাধ্যমে একই স্থানে পরিচালনার জন্য বিগত ৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তিটি পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে বার্ষিক প্রিমিয়ামের পরিমাণ ৩২.০৮ লক্ষ টাকা (বার্ষিক ৫% বৃদ্ধিতে)।

৮। রেস্তোরাঁ ও বার মোটেল সৈকত, চট্টগ্রাম ঃ

মোটেল সৈকত চত্বরে নির্মিত রেস্তোরাঁ ও বারটি বিগত ১৭ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে মেসার্স সুবর্ণা এন্টারপ্রাইজ-এর সাথে চলমান চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে। বার্ষিক ৪৬,৬০,০০০/- টাকায় (বার্ষিক ৭.৫% বৃদ্ধিতে) ৫ বছরের জন্য পুনরায় লীজ প্রদান করা হয়েছে।

৯। গলফ বার , কক্সবাজার ঃ

কক্সবাজারস্থ হোটেল শৈবাল সংলগ্ন গলফ বারটি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার জন্য ‘মেসার্স ফিমা এন্টারপ্রাইজ’ নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে গত ১০ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে সম্পাদিত চুক্তিটি পুনরায় ৬৭,০৪,৩০৯.০০ টাকায় (বার্ষিক ২.৫ বৃদ্ধিতে) ৫ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি বারটি পরিচালনায় অপারগতা প্রকাশ করায় নিরবচ্ছিন্নভাবে রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে ‘মেসার্স অপটিমা ট্যুরিজম’-এর সাথে চুক্তির সকল শর্ত অপরিবর্তিত রেখে গত ১০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে অপর একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

১০। পর্যটন সুইমিং পুল, কক্সবাজার ঃ

গত ২৪ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে কক্সবাজারস্থ হোটেল শৈবালের আওতাধীন সুইমিংপুলটি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার জন্য মেসার্স এলিট একোয়াকালচার লিমিটেড নামীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৫ বছর মেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটি সুইমিং পুল কমপ্লেক্সে নিজস্ব অর্থায়নে ভবন নির্মাণপূর্বক ‘লাইফ ফিশ’ নামীয় একটি রেস্তোরাঁ চালু করে। প্রতিষ্ঠানটি বাপক-এর পাওনাদি বার্ষিক ভিত্তিতে নিয়মিত পরিশোধ করছে।

১১। ফয়’স লেক, চট্টগ্রাম ঃ

ফয়’স লেককে আন্তর্জাতিকমানের পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য গত ০৮ সেপ্টেম্বর ২০০৫ তারিখে বাপক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও মেসার্স কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোঃ লিঃ-এর মধ্যে ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে নানাবিধ উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন শেষে পার্কটি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বাপক-এর পাওনা হিসেবে নিয়মিত বার্ষিক প্রিমিয়াম ও টার্নওভার পরিশোধ করছে।

১২। চিলড্রেন্স এমিউজমেন্ট পার্ক লিমিটেড, সিলেট ঃ

পর্যটন মোটেল সিলেট সংলগ্ন ১৩ একর খালি জমিতে বিওটি পদ্ধতিতে চিলড্রেন্স এমিউজমেন্ট পার্ক নির্মাণের লক্ষ্যে মেসার্স সিলেট শিশু পার্ক নামীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৬ জানুয়ারি ২০০৩ তারিখে ১৫ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় পুণরায় নবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। চুক্তি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি ২০টি রাইড স্থাপনপূর্বক প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে বার্ষিক প্রিমিয়াম হিসাবে ৫.০০ লক্ষ টাকা (বার্ষিক ২% চক্র বৃদ্ধি হারে) এবং বার্ষিক টার্ণওভার হিসাবে ২৪.০০ লক্ষ টাকা সমান চারটি কিস্তিতে পরিশোধ করছে।

১৩। ভাটিয়ারী গলফ্ ক্লাব বার, ভাটিয়ারী, চট্টগ্রাম ঃ

সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, ভাটিয়ারী গলফ এন্ড কান্ট্রি ক্লাব-এর সাথে প্রথমে ০১ মে ২০০০ তারিখে সম্পাদিত চুক্তিটি প্রতি ২ বছর পর পর নবায়ন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি বার্ষিক প্রিমিয়াম পরিশোধ করলেও বার লাইসেন্স নবায়নের বিষয়টি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিকট প্রক্রিয়াধীন।

রূ প ম য়

বাংলাদেশ